দ্য ভয়েস অব ওয়াদি

শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

Vol:8 Issue:25 The Voice Of Wadi RNI No.WBBEN/2014/56111 | ২১ শাওয়াল ১৪৪৪ হিজরি ○ ১২ মে ২০২৩ ○ ২৮ বৈশাখ ১৪৩০ ○ শুক্রবার | অষ্টম বর্ষ | Postal Regn. No.:WB/TMK-49 অনুদান ৫ টাকা

তৃণমূল ছেড়ে আইমাতে যোগ

রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছে ততই ভাঙন ধরছে রাজ্যের শাসকদলের অন্দরে। আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল কংগ্রেসের হাত ছাড়ছেন শয়ে শয়ে সাধারণ মানুষ। তৃণমূলের প্রতি মানুষের মোহভঙ্গ হচ্ছে বলেই মনে করছেন রাজনীতির কারবারিরা। আর এই সুযোগকেই কৌশলে কাজে লাগাচ্ছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন। আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান বহু আগেই ঘোষণা করেছেন এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোটে লড়বেন ইউনাইটেড সেলুলার ফ্রন্টের প্রার্থীরা।

➪ এর পর তিনের পাতায়

ঐতিহাসিক জুম্মার নামাজে পরিশীলিত প্রতাপপুর দরবার

ইমতিয়াজ গণি

জুম্মার নামাজ কবে থেকে শুরু হল প্রতাপপুর দরবার শরিফে? মসজিদুল আনোয়ারে কে চালু করেছিলেন এই জুম্মার নামাজ? এবার এমনই সব অজানা তথ্য উঠে এল এক ভিডিও বার্তায়।

সুফিবাদের অন্যতম পীঠস্থান হিসাবে পরিচিত ঐতিহাসিক প্রতাপপুর দরবার শরিফ। বহু প্রাচীন এই জনপদ নিয়ে যেমন রয়েছে নানা মজাদার কাহিনি, তেমনই একটা সময় ধরে সুফিবাদের দীর্ঘ ঐতিহ্য বহন করা এই দরবার শরিফ পূর্ব মেদিনীপুর জেলা ছাড়াও দেশকালের সীমানা ছাড়িয়ে পৌঁছে গেছে মানুষের অন্তরে। জুম্মার দিনে বহু দূর-দূরান্তের মানুষের এই দরবার শরিফে নামাজের উদ্দেশ্যে আগমন আজ প্রায় মিথে পরিণত হয়েছে। অসংখ্য মানুষের অংশগ্রহণে জুম্মার দিন গমগম করে ঐতিহাসিক এই দরবার শরিফ। জুম্মার নামাজ পড়ার পাশাপাশি প্রতাপপুর দরবার শরিফের পির হুজুর কেবলা আল্লামা সৈয়দ খালেদ আলি আল হোসাইনি সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে এদিন। থাকে তাঁর সুযোগ্য সাহেবজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের সঙ্গে দুদণ্ড কথা বলার অবকাশ। ফলে দলে দলে মানুষ এসে ভিড় জমান সুফিচর্চার পীঠস্থান এই ঐতিহাসিক জনপদে। তবে শুধু পুরুষ মানুষ নয়, পবিত্র জুম্মার দিন মহিলাদের জন্যও থাকে পর্দাঘেরা পৃথক নামাজের স্থান।

ইসলাম আসলে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনও ভেদাভেদ রাখেনি। নারীদের বিশেষ সম্মান দেওয়া হয়েছে ইসলাম ধর্মে। ফলে পুরুষদের পাশাপাশি ইসলামী শরিয়ত অনুযায়ী তাঁরাও বিভিন্ন সুবিধা ভোগ করতে পারেন। প্রতাপপুর দরবার শরিফেও মহিলাদের বিশেষ মান্যতা দেওয়া হয় পবিত্র জুম্মার দিন, তাঁদের জন্য নামাজ পাঠের বিশেষ ব্যবস্থা করে।

কতটা আবেগ আর ভক্তি থাকলে মানুষ দীর্ঘ চোদ্দ-পনেরো বছর ধরে প্রতাপপুর দরবার শরিফে জুম্মার নামাজ পড়তে আসেন! এর কোনও তাত্ত্বিক মূল্যায়ন হয় না। কারণ, এরকম বহু মানুষ এই দরবার শরীফে বছরের পর বছর ধরে আসেন হুজুর কেবলার দোয়া নিতে, ভাইজানের বক্তব্যের অংশীদার হতে। শুধুই কি তাই? না। এর বাইরে যে বিরাট একটা অনুভূতি আছে, তা হল মানসিক শান্তি পেতেও অধিকাংশ ধর্মভীরু মানুষ আসেন এই দরবারে।

➪ এর পর দুয়ের পাতায়

‘দ্য কেরালা স্টোরি’ নিষিদ্ধ ঘোষণা

মুসলিম-দরদী সাজছেন মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ‘দ্য কেরালা স্টোরি’ নিয়ে বিতর্ক কিছুতেই শেষ হচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যেই এই সাম্প্রদায়িক সিনেমাটির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। রাজ্যের কোনও সিনেমাহলে এই মুভিটি দেখানো যাবে না বলে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে আদালতে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ‘দ্য কেরালা স্টোরি’ মুসলিম সম্প্রদায়কে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য নির্মিত বলে মত প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা। সম্পূর্ণ কাল্পনিক একটি বিষয়কে পর্দায় তুলে এনে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে বলে মনে করছেন তাঁরা। এর আগে কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নও একই অভিযোগ করেছিলেন। তাঁর দাবি ছিল, ‘দ্যা কেরালা স্টোরি’র মতো সিনেমা বানিয়ে আদতে শান্ত কেরালাকে অশান্ত করার চেষ্টা করছে আরএসএসের মদতপুষ্ট একশ্রেণির কুচক্রী। সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে তারা ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ এবং অখণ্ড চরিত্রকে ভেঙে ফেলার চেষ্টায় লিপ্ত আছে। এই সিনেমাতে দেখানো হয়েছে, জোর করে কেরালার ৩২ হাজার মেয়েকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। তারপর তাদের আইএস জঙ্গি সংগঠনে পাঠানো হচ্ছে ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদি প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য। যা সর্বৈব মিথ্যা এবং নির্জলা, বানোয়াট তথ্যে ভরা। এমনকী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও সাম্প্রদায়িক বিভাজনের তাস খেলতে এই সিনেমার প্রশংসা করেছেন কর্নাটকে ভোটের প্রচারে। যা চূড়ান্ত গর্হিত কাজ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

এদিকে বাংলায় ‘দ্য কেরালা স্টোরি’ নিষিদ্ধ করা প্রসঙ্গে মুখ খুলে আবার বিতর্ক বাড়ালেন ‘কাকশিল্পী’ হিসাবে পরিচিত শুভাপ্রসন্ন। তাঁর বক্তব্য, ‘‘এই সিদ্ধান্ত কোনও রাজনৈতিক সুবিধা দেবে না। বরং নিষিদ্ধ করে ছবিটাকেই গুরুত্ব দেওয়া হল। সেন্সর বোর্ড যখন ছাড় দিয়েছে, তখন প্রদর্শনে বাধা কোথায়?’’

এর আগেও বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত একাধিক শব্দ নিয়ে মুখ খুলে বিতর্ক বাড়িয়েছিলেন এই শিল্পী।

➪ এর পর দুয়ের পাতায়

তীব্র কটাক্ষ আইমা সুপ্রিমোর

“সাগরদিঘি বিধানসভার উপনির্বাচনে তৃণমূলের হার আসলে শাসকদলের দিক থেকে সংখ্যালঘু মানুষদের মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ইঙ্গিত। বিষয়টি বুঝতে পেরেই মুখ্যমন্ত্রী আবার নতুন করে মুসলিম-দরদী সাজার চেষ্টা করছেন।”

—সৈয়দ রুহুল আমিন
সম্পাদক, আইমা

অগ্নিগর্ভ। *প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান গ্রেফতার হওয়ার পর সেনার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমর্থকদের। রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে চলছে প্রতিবাদ। মঙ্গলবার ইসলামাবাদ আদালত চত্বর থেকে সেনার হাতে গ্রেফতার হন ‘কাপ্তান’।*

অ্যাডভান্টেজ কংগ্রেস! ত্রিশঙ্কুর আভাস সীমাক্ষায়

নিজস্ব প্রতিনিধি: কর্নাটকে বিজেপি ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে? নাকি কংগ্রেস ফিরবে মসনদে? তা জানতে অপেক্ষা করতে হবে শনিবার ফল ঘোষণা পর্যন্ত। কিংবা তারপরও বদলাতে পারে অনেক কিছু, ঘটতে পারে নাটকীয় পট পরিবর্তন। তবে সমস্ত এক্সিট পোলের সামগ্রিক ফলে ত্রিশঙ্কু বিধানসভার আভাস। ২২৪ আসনবিশিষ্ট বিধানসভায় ম্যাজিক ফিগার ১১৩। পোল অব এক্সিট পোলের সমীক্ষা অনুযায়ী, কংগ্রেস পেতে পারে ১০৩ থেকে ১১টি আসন। বিজেপির আসনসংখ্যা থাকতে পারে ৮৭ থেকে ৯৭-এর মধ্যে। জেডিএস পেতে পারে ২১ থেকে ২৫টি আসন। অন্যান্যদের ঝুলিতে যেতে পারে ১ থেকে চারটি আসন।

কর্নাটক

বিজেপি ও কংগ্রেস দুই শিবিরই এক্সিট পোলকে মান্যতা দিতে রাজি নয়। কংগ্রেস ১৪৬টি আসন জেতার আশায়। বিজেপি আত্মবিশ্বাস ক্ষমতা দখলের। এক্সিট পোলে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস। কানের পাশ দিয়ে কোনো দল সামান্য ব্যবধানেও জয় ছিনিয়ে নিতে পারে। ফলাফল ত্রিশঙ্কু হলে কে কিংমেকার হবে, ঘোড়া কেনাবেচা হবে কি না তা নিয়ে চর্চা থাকছে। অ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়ার এক্সিট পোল অনুযায়ী কংগ্রেস ১২০ থেকে ১৪০টি, বিজেপি ৬২ থেকে ৮০টি, জেডিএস ২০ থেকে ২৫টি ও অন্যান্যরা সর্বাধিক তিনটি আসনে জিততে পারে।

➪ এর পর দুয়ের পাতায়

এক ঝলকে

হজে না পাকিস্তানিরা!

সাম্প্রতিক সময় দক্ষিণ এশিয়ার দেশ পাকিস্তান চরম আর্থিক ও খাদ্য সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিকে আরও ভয়ঙ্কর করে তুলেছে দেশটির বৈদেশিক ঋণের বোঝা। বর্তমান বছর পাকিস্তানের প্রচুর অর্থ ঋণ পরিশোধ করতে হবে। তবে এবার টাকা বাঁচাতে বড় সিদ্ধান্ত নিল পাকিস্তান সরকার। বস্তুত সৌদি আরবের দেওয়া হজের কোটা ফিরিয়ে দিয়েছে পাকিস্তান। ৭৫ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো সৌদি আরবের কাছে হজ কোটা সমর্পণ করেছে পাকিস্তান।

বিস্তারিত ২-এর পাতায়

চমকে দিলেন দুধ বিক্রেতা

জীবনে নিজের লক্ষ্যে স্থির থাকলে যে সাফল্য অর্জন করা যায়, তার প্রমাণ দিলেন নাগৌরের এক ব্যক্তি। দীর্ঘ ৬ বছর কঠোর পরিশ্রম করে অবশেষে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছলেন ওই যুবক। টানা ৬ বছর ধরে সরকারি চাকরির পরীক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু কোনোবারই পাস করতে পারেননি, এত বছর পর সরকারি চাকরি পেয়ে সাফল্য অর্জন করলেন নাগৌরের ওই যুবক। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্কুল শিক্ষক হিসেবে চাকরি পেয়ে সকলকে চমকে দিয়েছেন শেখর ঝিঁঝা।

বিস্তারিত ৫-এর পাতায়

ভিনগ্রহীদের খোঁজে হন্যে নাসা

ভিনগ্রহীদের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরছে নাসা। সৌরজগতের অন্য কোনো গ্রহে জীবন রয়েছে কি না তা জানতে চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখছেন না নাসার বিজ্ঞানীরা। এবার জীবনের সন্ধানে শনির চাঁদে তাঁরা রোবট পাঠাল। সাপের মতো রোবট অনুসন্ধান চালাবে শনির চাঁদে। নাসা এই রোবটিকে এমনভাবেই ডিজাইন করেছে যে শনির চাঁদে পৌঁছে তা বরফের বৈশিষ্ট্যগুলি পরীক্ষা করতে পারে। নাসার মহাকাশ অনুসন্ধানে উৎসাহিত করতে পৃথিবীর দূর গ্রহে কোনো জীবন আছে কি না, তা জানাই লক্ষ্য বিজ্ঞানীদের।

বিস্তারিত ৭-এর পাতায়

বঙ্গোপসাগরেই কেন বাসা বাঁধে বিধ্বংসী সব ঘূর্ণিঝড়

পরিসংখ্যানে শিউরে উঠবেন

নিজস্ব প্রতিনিধি: বারবার বঙ্গোপসাগরেই বাসা বাঁধে বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়। বঙ্গোপসাগরের পরিবেশ ও গঠন ঘূর্ণিঝড়কে অতি প্রবল রূপ দেওয়ার উপযোগী। সেই কারণে বছরের পর বছর বঙ্গোপসাগরে ঘটে চলেছে বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়। ঘূর্ণিঝড় মোখা যখন বিধ্বংসী রূপ নিতে চলেছে, তখনই আবহবিদরা জানালেন বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণঝড় প্রবণতার কথা।

আবহবিদরা জানান, বঙ্গোপসাগরে জলোচ্ছ্বাস অন্যান্য সাগরের তুলনায় বেশি। এই সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস সবথেকে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে বঙ্গোপসাগরের অবতল আকৃতির কারণে। এটি তুলনায় অগভীর এবং অবতল আকারের উপসাগর। ফলে ঝড়-ঝঞ্ঝা এই সাগরে বেশি।

পরিসংখ্যান বলছে বিশ্বের ইতিহাসের যত ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় আঘাত হেনেছে, তার বেশিরভাগই হয়েছে এই বঙ্গোপসাগরে। ‘ওয়েদার আন্ডারগ্রাউন্ড’ নামে একটি ওয়েবসাইট প্রকাশ করেছিল বিশ্বের ৩৫টি ভয়ঙ্কর মৌসুমী ঘূর্ণিঝড়ের তালিকা। সেই তালিকায় ২৭টি ঘূর্ণিঝড়ই ছিল বঙ্গোপসাগরে।

এই পরিসংখ্যানই প্রমাণ করে বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় কতটা ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে। সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে ফানেলের মতো বঙ্গোপসাগরের গঠনের কারণে। ঘূর্ণিঝড়ের তীব্র বাতাস যখন সাগরের জলে ধাক্কা মারে তখন তীব্র জলোচ্ছ্বাস হয়। আর ঘূর্ণিঝড়ের ফলে ভয়ঙ্কর চেহারা নেয় বঙ্গোপসাগর। বঙ্গোপসাগরের উষ্ণতাও একটা কারণ ঘূর্ণিঝড় তৈরির জন্য। সমুদ্রের উপরিতলের তাপমাত্রা ঘূর্ণাবর্তকে বিপজ্জনক করে তোলে। তার ফলে ঘূর্ণাবর্ত নিম্নচাপ, গভীর নিম্নচাপ থেকে ঘূর্ণিঝড়, অতিপ্রবল ঘূর্ণিঝড়, এমনকী সুপার সাইক্লোন তৈরি হয়। ক্রমশই উষ্ণতা বাড়ছে সমুদ্রের।

➪ এর পর দুয়ের পাতায়

দিলীপ গরহাজির অমিত-সকাশে

বঙ্গ বিজেপির সমীকরণ নিয়ে জোর জল্পনা রাজ্য রাজনীতিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি: জোড়াসাঁকোয় নেই, পেট্রাপোলে নেই, নেই সায়েন্স সিটিতেও! কেন অমিত শাহের অনুষ্ঠানে বারবার গরহাজির দিলীপ ঘোষ। বঙ্গের রাজনীতিতে ফের একবার উঠে পড়ল সেই প্রশ্ন! তবে কি বিজেপির অন্দরে কোনো চোরাস্রোত বইছে? যে কারণে বারবার দিলীপ গোষ এড়িয়ে যাচ্ছেন অমিত শাহের অনুষ্ঠান!

অমিত শাহ পার্টির বৈঠকে, জনসভায় বা কোনো অনুষ্ঠানে বাংলায় এলে তাঁর পাশে দেখা যাচ্ছে শুভেন্দু অধিকারী আর সুকান্ত মজুমদারকে। কিন্তু বরাবর ব্রাত্য দিলীপ ঘোষ। গতমাসে অমিত শাহ এসেছিলেন বাংলায়, তখনও দেখা গিয়েছিল এক ছবি, এবারও সেই ছবির বদল হল না! বঙ্গ বিজেপিতে প্রাক্তন ও বর্তমানের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল আগে থেকেই। কিন্তু সর্বভারতীয় নেতৃত্বের কাছে সুয়ারানি, দুয়ারানি হয়ে ওঠার বিষয়টি এতদিন চোখে পড়েনি। যদিও পূর্বতন পর্যবেক্ষক কৈলাশ বিজয়বর্গীয়ের সঙ্গে দিলীপ ঘোষ দূরত্ব ছিল। তিনি বেশি প্রাধান্য দিতেন মুকুল রায়কে।

এখন দেখা যাচ্ছে অমিত শাহের অনুষ্ঠানেও বিজেপিতে গুরুত্ব পাচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী ও সুকান্ত মজুমদার। সেখানে দিলীপ ঘোষের স্থান নেই। কিছুদিন আগে দিলীপ ঘোষকে ‘ব্ল্যাক আউট’ করা হয়েছে বঙ্গ বিজেপিতে, এমন প্রচার জোরদার হয়ছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়। যদিও বঙ্গ বিজেপির অনুষ্ঠানে তাঁকে দেখা গিয়েছে সক্রিয় ভূমিকাতেই। কিন্তু অমিত শাহের মতো কেন্দ্রীয় নেতৃত্বরা এলে বারবার দেখা গিয়েছে দিলীপ ঘোষ নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন বা সরিয়ে নিয়েছেন অনুষ্ঠান থেকে। এবারও তার অন্যথা হল না। রবীন্দ্র অনুষ্ঠানে কিংবা বিএসএফের অনুষ্ঠানে তাঁকে দেখা গেল না অমিত শাহের সঙ্গে মঞ্চ শেয়ার করতে।

➪ এর পর দুয়ের পাতায়

মুসলিম বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করতে চাইছেন হিমন্ত

বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত অসমে

নিজস্ব প্রতিনিধি: নাবালিকা বিবাহ করলে গ্রেফতার করা হবে। কিছুদিন আগে ফতোয়া জারি করেছিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। এবার তিনি চাইছেন বহুবিবাহ রদ করতে। রাজ্যে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি।

অসমের মুখ্যমন্ত্রী চান বহু বিবাহ বন্ধ হোক। তার জন্য আইনি কী কী সমস্যা রয়েছে তা খতিয়ে দেখতে চান তিনি। সেজন্যই বিশেষজ্ঞ কমিটির পরামর্শ নিতে চাইছেন তিনি। হিমন্ত বিশ্বশর্মা আরও বলেনস মুসলিম পার্সোনাল ল খতিয়ে দেখা হবে। বিভিন্ন মহলের সঙ্গে কথাও বলবে কমিটি। হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেন, সংবিধানের ২৫ নম্বর ধারাও খতিয়ে দেখা হবে। বিশেষজ্ঞ কমিটি রাজ্যে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রাজ্য সরকারের আছে কিনা সেটিও খতিয়ে দেখ বে। মুসলিম বহুবিবাহ নিয়ে বরাবরই সরব অসমের মুখ্যমন্ত্রী।

মুসলিমদের মধ্যে বহুবিবাহ এবং ‘নিকাহ হালালা’র সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে আবেদনের শুনানির জন্য সুপ্রিম কোর্টের একটি পাঁচ বিচারকের সাংবিধানিক বেঞ্চ গঠন করার কথা বলা হয়। তার কয়েক মাস পরে ফের মুসলিম বহু বিবাহ রদে এই সিদ্ধান্ত নিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বিচারপতি পিএস নরসিমহার সমন্বয়ে গঠিত একটি বেঞ্চ আইনজীবী অশ্বিনী উপাধ্যায়ের দাখিল করা আবেদনের ভিত্তিতে একটি নোট নিয়েছেন। তিনি এই বিষয়ে একটি পিআইএল দাখিল করেছেন যে, নতুন পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ গঠন করা প্রয়োজন ছিল।

কেননা বিচারপতি ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি হেমন্ত গুপ্ত ইতিমধ্যে অবসর নিয়েছেন। এরপর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এই মর্মে বলেন, ‘‘অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে যা পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চের সামনে বিচারাধীন। আমরা একটি বেঞ্চ গঠন করব এবং এই বিষয়টি মাথায় রাখব।’’ শনিবার কর্নাটক বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে গিয়ে হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেন, চারটে বিয়ে বন্ধ করার জন্য দশের অভিন্ন দেওয়ানি বিধি লাগু করা খুবই প্রয়োজন। কারণ এভাবে মেয়েদের সন্তান উৎপাদনের মেশিন হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কর্নাটকে এক রোড শোয়ে অংশ নিয়ে তিনি গর্জে ওঠেন এই প্রথা নিয়ে।

জনসভায় তিনি বলেন, আরও অনেক কিছুর সঙ্গে দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধা লাগু করতে হবে। মুসলিম মেয়েদের ৪ বার বিয়ে করতে বাধ্য করা হয়। এটা কোনো প্রথা হতে পারে না। গোটা পৃথিবীতেই এমন প্রথা থাকা উচিত নয়। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি মেনে এই প্রথম বন্ধ করা উচিত।

9733684773
mazed.sk13@gmail.com
M Enterprise
Prop.- Sk. Mazed
Govt. Contractor of Civil, Mechanical & General Order Suppliers & Transporter
Residence : VilL-Barsundra, P.O.-Iswardaha Jalpai, Dist.-Purba Medinipur, Pin-721654
Office : Barsundra Bat Tala, Haldia, Purba Medinipur

9733684773 / 7797147865 enterprisem73@gmail.com
Vehicle & Machinaries Rental Service.

রাতের আঁধারে গাজা আক্রমণ ইজরায়েলের !

গাজা: প্যালেস্তাইন ও ইজরায়েলের সংঘাত জারি। প্যালেস্তাইনের গাজা উপত্যকায় বিমান হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। গতকাল, সোমবার গভীর রাতে চালানো ওই হামলায় অন্তত ১২ জন নিহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। আহত অন্তত ২০ জন। হতাহতের এই সংখ্যা জানিয়েছে প্যালেস্তাইনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। ইজরায়েলি বাহিনীর দাবি, তারা প্যালেস্তাইনের ইসলামিক জিহাদ আন্দোলনের (পিআইজে) আস্তানা লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। পিআইজে বলেছে, ইজরায়েলি হামলায়

মৃত ১২, আহত ২০

তাদের তিন নেতা জিহাদ আল-ঘান্নাম, খলিল আল-বাহতিনি ও তারিক ইজ আল-দিন নিহত হয়েছেন। হামলায় নিহত হয়েছেন এই নেতাদের স্ত্রী-সন্তানেরাও।

২০০৭ সাল থেকেই গাজা হামাসের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ২৩ লাখ মানুষ এখানে বসবাস করেন। তবে এই প্যালেস্তাইনিদের ৪৫ শতাংশই কর্মহীন। প্রায় ৮০ শতাংশ পুরোপুরি আন্তর্জাতিক সহায়তার উপর নির্ভরশীল। এবারের হামলায় ইজরায়েলের ৪০টি যুদ্ধবিমান ও ড্রোন অংশ নিয়েছে। ইজরায়েলি বাহিনী বলেছে, হামলা চালানো হয়েছে গাজার অন্তত ১০টি স্থানে। হামলার আগে অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার দু'টি প্রবেশপথ বন্ধ করে দেয় ইজরায়েলি বাহিনী। ছবিতে ইজরায়েলি হামলার পর গাজায় বাড়িগুলিতে আগুন জ্বলতে দেখা গিয়েছে।

৩ জন জিহাদি নেতা ও ৯ জন সাধারণ মানুষ নিহত হওয়ার ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে হামাস নেতা

ইসমাইল হানিয়ে এক বিবৃতিতে বলেন, এ জন্য ইজরায়েলকে চড়া মূল্য চোকাতে হবে। বিমান হামলা চালিয়ে জিহাদি নেতাদের হত্যার মধ্য দিয়ে দখলদারদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। বরং এতে খারাপই হবে, প্রতিরোধ আরও বাড়বে।

গুলি চলল রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে

জখম ২ শিশুসহ ৩

কক্সবাজার: ফের গোলাগুলির ঘটনা ঘটল বাংলাদেশের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে। এবারও কক্সবাজারে উখিয়ায় এক রোহিঙ্গা ত্রাণশিবিরে দুই সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়াল। দু-পক্ষের গোলাগুলিতে তিনজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন, যার মধ্যে দুজনই শিশু।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ উখিয়া উপজেলার কুতুপালং ৮-ডব্লিউ ২ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পে গোলাগুলির ঘটনাটি ঘটে। ১৪ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক অতিরিক্ত ডিআইজি ছৈয়দ হারুনুর রশিদ জানান, আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করেই রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীদের দু-পক্ষের মধ্যে গোলাগুলি শুরু হয়। ২ শিশু-সহ মোট ৩ জন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। গুলিবিদ্ধদের মধ্যে রয়েছে ক্যাম্পের এ-১৯ ব্লকের মহম্মদ করিমের ছেলে ৭ বছরের ওমর ফারুক, মহম্মদ জামালের ৬ বছরের ছেলে জসিম এবং মহম্মদ ইউনুসের ছেলে ৩৮ বছর বয়সি কলিম উল্লাহ।

জানা গিয়েছে, আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করেই রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীদের দু-পক্ষের মধ্যে গোলাগুলি শুরু হয়। খবর পেয়ে বাংলাদেশ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন)-এর একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছলে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। তারপর স্থানীয়রা গুলিবিদ্ধদের উদ্ধার করে উখিয়ার কুতুপালং সংলগ্ন এমএসএফ হাসপাতালে ভর্তি করায়। এই গোলাগুলির ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করা হয়েছে এবং তাদের গ্রেফতার করতে পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে বলে জানিয়েছেন অতিরিক্ত ডিআইজি।

উল্লেখ্য, রবিবার ভোরেও উখিয়ার একটি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। সেদিন উখিয়া বালুখালির ১৩ নম্বর ক্যাম্পে দুই দুষ্কৃতী দলের মধ্যে গোলাগুলি চলে। সেই ঘটনায় আরসার শীর্ষ সন্ত্রাসীদের গুলিতে মা ও দুই ছেলে গুলিবিদ্ধ হন। তারপর এক হামলাকারীকে গণপিটুনি দেওয়া হয় এবং গণপিটুনিতে তার মৃত্যুও হয়। এর আগেও রোহিঙ্গা ক্যাম্পে একাধিক হামলা, পাল্টা হামলা এবং গোলাগুলির ঘটনা ঘটে।

ছাপিয়েছে পূর্বের সমস্ত রেকর্ড ! তীব্র দাবদাহে পুড়ছে ভিয়েতনাম

হ্যানয়: তীব্র দাবদাহ ভিয়েতনামে। তাপমাত্রা ৪৪ ডিগ্রি সেলসিলাস পার করে গিয়েছে। শনিবার ভিয়েতনামের উত্তরাঞ্চলে থান হোয়া প্রদেশে তাপমাত্রা ছিল ৪৪.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এখনও পর্যন্ত এটাই ভিয়েতনামের ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে বেশি তাপমাত্রার রেকর্ড। এর আগে ভিয়েতনামে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা উঠেছিল ৪৩.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। চার বছর আগে ভিয়েতনামের মধ্যাঞ্চলের হা থিন প্রদেশে এই তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভিয়েতনামে তাপমাত্রা ক্রমেই বাড়ছে। আগামী দিনগুলিতে সেখানের গরম আরও বাড়তে পারে বলেও সতর্ক করছেন তাঁরা।

এই সময়ে দিনের বেলায় কাউকে বাড়ির বাইরে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে সেখানের স্থানীয় প্রশাসন। ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়ের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বিশেষজ্ঞ নুগুয়েন নাগোক হুই বলেন, ''বিশ্বজুড়ে উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভিয়েতনামে উষ্ণতা ক্রমেই বাড়ছে।'' এনিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে হুই বলেন, ''তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার নতুন রেকর্ড যথেষ্ট উদ্বেগের। আমার মনে হচ্ছে আগামীদিনের তাপমাত্রা এবারের এই রেকর্ডও ছাড়িয়ে যেতে পারে।''

এই গরমের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে চরম নাকাল হচ্ছেন সেখানের বাসিন্দারা। সবচেয়ে বেশি সমস্যার মধ্যে পড়েছেন কৃষক এবং শ্রমিকরা। ভিয়েতনামের মধ্যাঞ্চলের দানাং-এর বাসিন্দা তথা কৃষক নাগুয়েন থি লান। থি লান জানান, তসকাল ১০টার পরে বাইরে থাকাটাই এখন মুশিকল হয়ে যাচ্ছে। তাই কৃষি-শ্রমিকদের ভোরের দিকে কাজ শুরু করতে হচ্ছে। সকাল ১০টার মধ্যেউ তাঁরা কাজ গুটিয়ে আনছেন।

তবে, শুধুমাত্র ভিয়েতনাম নয়, তীব্র দাবদাহের সম্মুখীন হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্য দেশগুলিও। থাইল্যান্ডের পশ্চিমাঞ্চলের মাক প্রদেশে তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৪৪.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দাহদাহ মায়ানমারেও। সেখানকার সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, মায়ানমারের পূর্বাঞ্চলের একটি শহরে তাপমাত্রা ৪৩.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁয়েছে। গত এক দশকের মধ্যে এটা ওই অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। প্রতিবছরই বর্ষা শুরুর আগে ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, মায়ানমার, বাংলাদেশ, ভারতসহ এই অঞ্চলের দেশগুলিতে গরম বেশি পড়ে। তবে এবার দাবদাহ আগের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। দিন কয়েক আগেই ঢাকার তাপমাত্রা ৪৩ ডিগ্রি ছাড়িয়েছিল। সেটাই ছিল গত ৫৮ বছরে ঢাকার তাপমাত্রার সর্বোচ্চ রেকর্ড।

শিল্পযুগের শুরু থেকে বিশ্ব ইতিমধ্যে প্রায় ১.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণ হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক আন্তসরকারি প্যানেল (আইপিসিসি) সতর্ক করেছে। তারা জানিয়েছে, বিশ্বের উষ্ণতা যেভাবে বাড়ছে, তা মানুষের জন্য বহুমাত্রিক বিপদ ডেকে আনবে।

বিজয় দিবসের আগে ইউক্রেনে বৃষ্টির মতো ড্রোন হামলা রাশিয়ার

কিয়েভ: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির বিপক্ষে সোভিয়েত বাহিনীর বিজয় উদযাপন হয়েছিল ৯ মে। সেই হিসেবে আগামীকাল রাশিয়ায় ছুটির দিন। আর এই ছুটির দিনের আগেই তারা সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ইউক্রেনের উপর। জানা গিয়েছে, সোমবার ৮ মে ইউক্রেনে বৃষ্টির মতো ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। বলা হচ্ছে, চলতি মাসে ইউক্রেনীয়দের ওপর এটিই বৃহত্তম ড্রোন হামলা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির বিপক্ষে সোভিয়েত বাহিনীর বিজয় উদযাপনে ৯ মে ছুটির দিনের আগে ইউক্রেনজুড়ে তীব্র এই হামলা চালালো রুশ বাহিনী। কিয়েভের দাবি, প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে বিজয় দিবসে বিশেষ উপহার দেওয়ার জন্য বাখমুত দখলের চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে রুশ বাহিনী।

কিয়েভের মেয়র ভিটালি ক্লিটসকো জানিয়েছেন, ইউক্রেনের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে হামলার জন্য অন্তত ৬০টি ড্রোন পাঠিয়েছে রাশিয়া। এর মধ্যে কিয়েভে ঢোকে ৩৬টি, যার সবকটিই গুলি করে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে ড্রোনগুলির ধ্বংসাবশেষ বিভিন্ন বিল্ডিংয়ে আঘাত করে। এতে অন্তত চারজনের মৃত্যু হয়েছে, পাঁচজন আহত হয়েছেন। কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী ওডেসা শহরে একটি খাবারের গুদাম রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় শহর বাখমুতে রুশ অভিযানের নেতৃত্বে রয়েছে ওয়াগনার নামে এক বাহিনী।

গত সপ্তাহেই এরা বলেছিল, রুশ সেনাবাহিনী তাদের যোদ্ধাদের পর্যাপ্ত অস্ত্র দিতে ব্যর্থ হচ্ছে, ফলে বাখমুত থেকে সরে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিল তারা। তবে সেই পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে বলেই শোনা গিয়েছে।

বিজয় দিবসে সাধারণত বিশাল সামরিক কুচকাওয়াজের আয়োজন করে থাকে রাশিয়া।

তবে জানা গিয়েছে, এ বছর সেই আয়োজন অনেকটা কমিয়েছে তারা। সংশ্লিষ্ট মহলের দাবি, নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগ এবং ইউক্রেন যুদ্ধে বিপুল সমরাস্ত্র হারানোর কারণেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা।

হজে যেতে পারবেন না পাকিস্তানিরা !

সৌদির দেওয়া কোটা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হল ইসলামাবাদ

ইসলামাবাদ: সাম্প্রতিক সময় দক্ষিণ এশিয়ার দেশ পাকিস্তান চরম আর্থিক ও খাদ্য সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিকে আরও ভয়ঙ্কর করে তুলেছে দেশটির বৈদেশিক ঋণের বোঝা। বর্তমান বছর পাকিস্তানের প্রচুর অর্থ ঋণ পরিশোধ করতে হবে। তবে এবার টাকা বাঁচাতে বড় সিদ্ধান্ত নিল পাকিস্তান সরকার। বস্তুত সৌদি আরবের দেওয়া হজের কোটা ফিরিয়ে দিয়েছে পাকিস্তান। ৭৫ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো সৌদি আরবের কাছে হজ কোটা সমর্পণ করেছে পাকিস্তান। দেশটির ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যার ফলে হাজার হাজার পাকিস্তানি এই বছর তীর্থযাত্রা করতে সৌদি আরবের মক্কায় যেতে পারবে না। বস্তুত পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে ৮,০০০টি হজে যাওয়ার আসন ফেরত দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। অর্থনৈতিকভাবে চরম সংকটে থাকা পাকিস্তানের কাছে এখন অর্থের ব্যাপক

অভাব। দেশের বৈদেশিক মুদ্রা তহবিল ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। ফলে সরকার নানান অদ্ভুত উপায় অর্থ সঞ্চয় করতে চাইছে। জানা গিয়েছে যে হজের কোটা ফেরত দিয়ে পাকিস্তান সরকার ২৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সাশ্রয় করবে। সরকারি প্রকল্পের কোটা ফেরত দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে দেশের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রক। বস্তুত এই পদক্ষেপের মাধ্যমে পাকিস্তানের অনেক অর্থ বাঁচবে। সরকারকে তীর্থযাত্রীদের আবাসনের জন্য ব্যয়ও করতে হবে না। সরকার আগেই ঘোষণা করেছিল যে হজ আবেদনকারীদের জন্য কোনও ব্যালটিং হবে না কারণ তারা আবেদনের ঘাটতির প্রত্যাশা করেছিল। তবে পাকিস্তানের দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এ বছর হজযাত্রায় তাদের বেশি কোটা দেওয়া হয়। অপরদিকে, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) একটি বেলআউট কর্মসূচির নবম পর্যালোচনা শেষ করতে পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা করছে। ২০১৯ সালে সম্মত হওয়া ৬.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রোগ্রাম থেকে নভেম্বরে ১.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের স্থগিত অর্থায়নের জন্য পাকিস্তান এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ফেব্রুয়ারি থেকে আর্থিক নীতির ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করছে। তবে এই সময় দেশে আর্থিক ও খাদ্যের সংকট বহুগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশটি এপ্রিল মাসে নিজের দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ মুদ্রাস্ফীতি দেখেছে। এই সময় পাকিস্তানে ৩৬.৪ শতাংশ মুদ্রাস্ফীতি দেখা গিয়েছিল। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) পাকিস্তানকে জুন মাসের আগে ১.৪ বিলিয়ন ডলার দেওয়ার চেষ্টা করছে।

বিবিধ

অ্যাডভান্টেজ কংগ্রেস !

প্রথম পাতার পর

টুডেজ চাণক্য এগজিট পোলে কংগ্রেস ১২০টি, বিজেপি ৯২টি, জেডিএস ১২টি আসন পাবে বলে জানিয়েছে। এবিপি সি-ভোটারের বুথফেরত সমীক্ষা অনুযায়ী, কংগ্রেস পেতে পারে ১০০ থেকে ১১২টি আসন, বিজেপি ৮৩ থেকে ৯৫টি, জেডিএস ২১ থেকে ২৯টি ও অন্যান্যরা ২ থেকে ৬টি আসন জিততে পারে। জন কি বাত-সুবর্ণা নিউজের এক্সিট পোলের দাবি, কংগ্রেস ৯১ থেকে ১০৬, বিজেপি ৯৪ থেকে ১১৭, জেডিএস ১৪ থেকে ২৪ ও অন্যান্যরা সর্বাধিক ২টি আসন জিততে পারে। কর্নাটকে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়ে ক্ষমতায় আসবে কংগ্রেস!

বুথ ফেরত সমীক্ষায় রিপাবলিক টিভি পি-মার্কের দাবি, কংগ্রেস ৯৪ থেকে ১০৮টি, বিজেপি ৮৫ থেকে ১০০, জেডিএস ২৪ থেকে ৩২টি এবং অন্যান্যরা ২ থেকে ৬টি আসন জিততে পারে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। টিভি ৯ ভারতবর্ষ-পোলস্ট্র্যাটের এক্সিট পোল অনুযায়ী, কংগ্রেস ৯৯ থেকে ১০৯, বিজেপি ৮৮ থেকে ৯৮, জেডিএস ২১ থেকে ২৬ ও অন্যান্যরা সর্বাধিক ৪টি আসন জিততে পারে। ইন্ডিয়া টিভি-সিএনএক্স কংগ্রেসের ১১০ থেকে ১২০, বিজেপির ৮০ থেকে ৯০, জেডিএসের ২০ থেকে ২৪ ও অন্যান্যদের ১ থেকে ৩টি আসন জেতার আভাস দিয়েছে এক্সিট পোলে। জি নিউজ-ম্যাট্রিজের দাবি, কংগ্রেস ১০৩ থেকে ১১৮, বিজেপি ৭৯ থেকে ৯৪, জেডিএস ২৫ থেকে ৩৩ ও অন্যান্যরা ২ থেকে ৫টি আসনে জয়লাভ করতে পারে। নিউজ নেশন-সিজিএসের এক্সিট পোলে উল্লেখ, কংগ্রেস ৮৬টি, বিজেপি ১১৪টি, জেডিএস ২১টি ও অন্যান্যরা ৩টি আসন জিততে পারে। টাইমস নাউ-ইটিজি বুথফেরত সমীক্ষায় দাবি করেছে, কংগ্রেস ১১৩টি, বিজেপি ৮৫টি, জেডিএস ২৩টি ও অন্যান্যরা ৩টি আসন জিততে পারে।

উলুবেড়িয়া এসডিও অফিসের সামনে এসএফআইয়ের জনসমাবেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উলুবেড়িয়া: কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া শিক্ষা নীতি, রাজ্যে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের স্কুল কলেজ বন্ধ করে দেওয়ার চক্রান্ত এবং দুর্নীতির প্রতিবাদে বাম ছাত্র সংগঠন এসফআইয়ের উদ্যোগে উলুবেড়িয়া এসডিও অফিসের সামনে একটি জনসমাবেশ আয়োজিত হয়। এই সমাবেশে উপস্থিত হয়ে কব্য রাখেন এসএফআই রাজ্য সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, ''কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বেসরকারিকরণ করার যে চক্রান্ত তৈরি করেছে সেই ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের তথা মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়াশোনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে।

অন্যদিকে আর্থিক স্বচ্ছলতা সম্পন্ন মানুষের ছেলেমেয়েরা দামী বেসরকারি স্কুলে ব্যয়বহুল পড়াশোনা করবে।'' তিনি তাঁর বক্তব্যে পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলের সমালোচনা করে বলেন, ''১২ হাজারের মতো স্কুল বন্ধ হতে চলেছে। এই হাওড়া জেলাতেই ১২টি স্কুল বন্ধ। চোরেদের রাজত্ব চলছে। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে হাওড়া জেলা থেকে তৃণমূল কংগ্রেস শূন্য হয়ে যাবে, সেই আতঙ্কে তারা পঞ্চায়েত নির্বাচন করতে চাইছে না।''

নাম না করেই তিনি বলেন, ''উলুবেড়িয়ার এক মন্ত্রী ছাত্রনেতা আনিস খান মৃত্যুর সাথে জড়িতদের সঙ্গে মিটিং করেছিলেন। এটা আমি বলছি না, সংবাদপত্র বলছে। এটা সাধারণ মানুষের কাছে আজ গোপন নেই। আনিস খানের মৃত্যুর ঘটনা মনে করিয়ে দেয়, এই রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা নেই এবং প্রশাসনও তার ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে।'' এই সমাবেশে অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, এসএফআই -র সর্বভারতীয় যুগ্ম সম্পাদক দীপ্সিতা ধর, হাওড়া জেলা সম্পাদক সোহরাব মণ্ডল, অর্ণব প্রমুখ।

নন্দীগ্রামে ভয়াবহ দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নন্দীগ্রাম: নন্দীগ্রামে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। দুটি বাসের মাঝখানে পড়ে চিড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেল যাত্রীবোঝাই ট্রেকার। দ্রুত গতিতে আসা মুখোমুখি দুটি বাসের মাঝে পড়ে যায় যাত্রী বোঝাই একটি ট্রেকার। ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দুজনের এবং আহত হয়েছেন ২২ জন। তাঁদের মধ্যে চার জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজিকে ফোন করে খবর নেন। আহতদের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। নন্দীগ্রাম-চণ্ডীপুর রাজ্য সড়কের উপর ঠাকুরচক এলাকায় ঘটে এই দুর্ঘটনা। এই ঘটনার কারণে রাজ্য সড়কে যান চলাচল ব্যহত হয়। গ্যাস কাটার দিয়ে গাড়ির মধ্যে আটকে থাকা ট্রেকার চালককে উদ্ধার করা হয়। ট্রেকার চালককে হাতপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। দুর্ঘটনার আওয়াজ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় মানুষজন ছুটে আসে। তাঁরাই উদ্ধার কাজ শুরু করে। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। দুর্ঘটনাস্থলে যান জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি। গুরুতর আহতদের গ্রিন করিডর করে তমলুক জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে জেলা প্রশাসন। নন্দীগ্রাম সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে আহত দুজনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। জানা গিয়েছে,

সৌমদীপ জানা

নন্দীগ্রামের সামরাইপুরে ঠাকুরচক স্ট্যান্ড এর কাছে ঘটে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। দুটি বাসের মাঝে পড়ে যায় একটি যাত্রীবাহী ট্রেকার। বাস ও ট্রেকারের মুখোমুখি সংঘর্ষে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। একেবারে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গিয়েছে ট্রেকারটি। ট্রেকারের চালক-সহ ২০ জন আহত হয়েছেন। চলছে উদ্ধার কাজ। সূত্রের খবর, একাধিকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। দুর্ঘটনার জেরে বেশ কয়েকঘণ্টা অবরুদ্ধ ছিল নন্দীগ্রাম-চণ্ডীপুর রাজ্য সড়ক। মৃত্যু হয়েছে ট্রেকারের চালক ও এক যাত্রীর। মৃত ট্রেকার চালকের নাম সঞ্জয় বাগ (৩২) চণ্ডীপুরে বাড়ি। মৃত যাত্রীর নাম সৌমদীপ জানা(১৮)। বাড়ি নন্দীগ্রামের হরিপুরে।

বঙ্গ বিজেপির সমীকরণ নিয়ে জোর জল্পনা রাজ্য রাজনীতিতে

প্রথম পাতার পর

ফলে রাজ্য রাজনীতিতে শুরু হয়েছে জল্পনা। দিলীপ অনুগামীদের অভিযোগ ছিলই। তাঁরা বারবার বলেছেন, বঙ্গ বিজেপির একাংশের মদতেই তাঁকে ব্রাত্য করে রাখা হয়। অর্থাৎ বঙ্গ বিজেপি যে এখন সুকান্ত মজুমদার ও শুভেন্দু অধিকারী অঙ্গুলিহেলনেই চলছে, তা স্পষ্ট। বঙ্গ বিজেপির সফলতম সভাপতি বর্তমানে কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ এখন ব্রাত্যের তালিকায়। সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। এই নির্বাচনের আগে বঙ্গ বিজেপির এই কোন্দল কিন্তু বুমেরাং হতে পারে। বিজেপির আদি-নব্য দ্বন্দ্বের মাঝে দিলীপ ঘোষকে ব্রাত্য রাখা মানে নীচুতলার নেতৃত্বের মধ্যে প্রভাব পড়বে। মঙ্গলবার রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তীতে কবি প্রণামের কর্মসূচি ও বিএসএফের অনুষ্ঠান নিয়ে সামনে আসে দলের কলহ।

গতবারও কবিগুরুকে শ্রদ্ধা জানানো নিয়ে বিড়ম্বনা তৈরি হয়েছিল। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে গিয়েও কবিগুরুকে শ্রদ্ধা জানানের ছবি নিজের ফেসবুক পেজে দিলেও বিজেপি ওয়েস্টবেঙ্গলের ফেসবুক পেজে না দেওয়া নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। তাহলে কি দিলীপ ঘোষকে ব্ল্যাক আউট করা হল— সেই প্রশ্ন উঠেছিল। এবারও বিতর্ক পিছু ছাড়ল না কবি প্রণামকে কেন্দ্র করে। অমিত শাহ বঙ্গ সফরে এসে এবার প্রাধান্য দিয়েছেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। কিন্তু দিলীপ ঘোষ দূরে দূরেই রয়ে গিয়েছেন। গতবারও সুকান্ত ও শুভেন্দু অমিত শাহের সর্বক্ষণের সফরসঙ্গী ছিলেন। এবারও তাঁদরকেই দেখা গেল অনুষ্ঠানে।

গতবার নিউটাউনে দলের কোর গ্রুপের বৈঠকে দিলীপ ঘোষকে দেখা গেলেও ভিক্টোরিয়ার অনুষ্ঠানে বা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে নৈশভোজে দেখা যায়নি তাঁকে। এবার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির অনুষ্ঠানে ছিলেন দিলীপ, ছিলেন না পেট্রাপোলে বিএসএফের অনুষ্ঠানে। এমনকী সন্ধ্যায় সায়েন্সসিটিতেও ছিলেন না দিলীপ ঘোষ।

ঐতিহাসিক জুম্মার নামাজে পরিশীলিত প্রতাপপুর দরবার

প্রথম পাতার পর

মসজিদুল আনোয়ার। তুরস্কের মসজিদের আদলে তৈরি পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র মসজিদ, যার অবস্থান প্রতাপপুর দরবার শরিফে। এর অন্দরের ছায়া নিবিড় সুশীতল পরিবেশ যে কাউকে মুগ্ধ করবেই একথা হলফ করে বলাই যায়। আল্লাহর ঘরে কেউ ব্রাত্য নয়। তাই তো শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী মানুষও এই মসজিদে আর পাঁচজন জামাতির সঙ্গে এক কাতারে জুম্মার নামাজ আদায় করতে পারেন। পথের দূরত্ব তাঁর কাছে কোনও বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। এ এক অমোঘ টান। যে টানের ওপর ভর করে দলে দলে প্রতাপপুরপ্রেমী মানুষ ছুটে আসেন মসজিদুল আনোয়ারের স্নিগ্ধ সুন্দর পাদদেশে।

হুজুর কেবলার প্রতি মহব্বত এবং ভাইজানের প্রতি ভালোবাসা আর তাঁদের দেওয়া উচ্চমার্গের জ্ঞানকে পাথেয় করে বাড়ি ফেরেন দরবারপ্রেমী মানুষ। যে দরবারে জুম্মার নামাজের সূচনা হয়েছিল বহু যুগ আগে। কোনো সালতামামির খসড়া খাতায় সেসব লেখাজোখা না থাকলেও আল্লাহপাকের এই অমোঘ বিধানে ছেদ পড়েনি কখনও।

হজরত সৈয়দ দেওয়ান জাফর রহ.। প্রতাপপুর দরবার শরিফের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে ইতিহাস যাঁকে দেখে আসছে। মহানবি রাসূলপাক সা.-এর বংশধর সেই মানুষটি আজও কবরে শুয়ে আছেন নিশ্চিন্তে। প্রতি জুম্মার নামাজের পর ভাইজান সৈয়দ রুহুল আমিন-সহ নামাজে আগত মুসল্লিরা তাঁর কবর জিয়ারত করেন পরম মমতায়। এরপর চলে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা। সে এক এলাহি কাণ্ড। শয়ে শয়ে নামাজিদের জন্য প্রতাপপুর দরবার শরিফের পক্ষ থেকে খাবারের আয়োজন করা হয়।

এরকম ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে হুজুর কেবলা এবং ভাইজানের নেতৃত্বে ইতিহাসের যে বিনির্মাণ ঘটাচ্ছে প্রতাপপুর দরবার শরিফ তা এককথায় অভূতপূর্ব। এরই মধ্যে শরিয়ত-সম্মত আধুনিকতার মিশেল ঘটেছে ঐতিহাসিক এই দরবার শরিফে। ছোটো ছোটো নিষ্পাপ বাচ্চাদের কলতানে মুখর হয়ে ওঠে 'আইমা উদ্যান।' তারই সঙ্গে হুজুর কেবলার নসিহত শুনে নিজেদের আকিদা ও ইমানকে পোক্ত করার প্রয়াস পান পবিত্র জুম্মার দিনের জামাতিরা। চলে নবীন ও প্রবীণের মেলবন্ধনে ইতিহাস রচনার পালা, যা প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে প্রতাপপুর দরবার শরিফে।

মুসলিম-দরদী সাজছেন মমতা

প্রথম পাতার পর

তবে 'দ্য কেরালা স্টোরি' প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্যকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেব। তিনি বলেন, ''এইসব অবাঞ্ছিত লোকেরাই তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পদ। যারা মনের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ রেখে শিল্পের চর্চা করেন তাঁদের চরিত্র নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয়।'' আইমা সুপ্রিমোর প্রশ্ন, যখন মোদীকে নিয়ে বিবিসির তথ্যচিত্র বন্ধ করে দেওয়া হল, তখন শুভাপ্রসন্নর এইসব লম্বা-চওড়া বক্তব্য কোথায় ছিল? আসলে এরা যে মুখোশের আড়ালে বিজেপির দালাল, তা বুঝতে কারওর বাকি নেই। এর পাশাপাশি 'দ্য কেরালা স্টোরি' নিষিদ্ধ করা করা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও একহাত নেন সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেব। এটাকে মমতার দ্বিচারিতা বলে উল্লেখ করে তাঁর মন্তব্য, ''সাগরদিঘি বিধানসভার উপনির্বাচনে তৃণমূলের হার আসলে শাসকদলের দিক থেকে সংখ্যালঘু মানুষদের মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ইঙ্গিত। বিষয়টি বুঝতে পেরেই মুখ্যমন্ত্রী আবার নতুন করে মুসলিম-দরদী সাজার চেষ্টা করছেন।'' সংখ্যালঘুদের বোকা ভাবার প্রবণতা বন্ধ না হলে সাগরদিঘির মতোই তারা রাজ্যজুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে জবাব দেবে বলে দাবি তাঁর। কারণ, দিদি-মোদী সেটিংয়ের বিষয়টি সংখ্যালঘুরা বুঝে ফেলেছে বলেই মনে করেন তিনি। আর তাই আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে মুসলমান সম্প্রদায়ের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়ার চিরাচরিত নিয়মের বদল ঘটবে বলেই আশাবাদী তিনি। সবমিলিয়ে 'দ্য কেরালা স্টোরি'র জল কতদূর গড়াবে, তা সময়ই বলবে।

কেন বাসা বাঁধে বিধ্বংসী সব ঘূর্ণিঝড়

প্রথম পাতার পর

ফলে ঝড়ও বাড়ছে। গত চার বছরে ১২টিরও বেশি ঝড় বয়ে গিয়েছে বঙ্গোপসাগরের বুক চিরে। পরিসংখ্যান বলছে, বঙ্গোপসাগরে যদি চারটি ঝড় হয়, তবে আরব সাগরে একটি ঝড় হয়। অর্থাৎ ভারতীয় উপকূলে যদি পাঁচটি ঝড় আছড়ে পড়ে, তার মধ্যে চারটি বঙ্গোপসাগরের বুক চিরে আসে। ভারতের পূর্ব উপকূলেই বেশিবার আঘাত নেমে আসে। বর্তমানে ঘূর্ণিঝড় মোখা বঙ্গোপসাগরের বুক চিরে এগিয়ে আসছে উপকূলের দিকে। মৌসম ভবনের পূর্বাভাস অনুযায়ী মায়ানমার-বাংলাদেশ উপকূলে আছড়ে পড়তে চলেছে এই ঘূর্ণি। বুধবার রাতেই গভীর নিম্নচাপ থেকে ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নেবে মোখা। এই ঝড়ও শক্তিশালী হয়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ পেয়ে বিধ্বংসী রূপ নিচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য, ভারত মহাসাগরের ক্রান্তীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ের মরশুম শুরু হয় মার্চ মাস থেকে। তবে ঘূর্ণিঝড়ের মোক্ষম সময় এপ্রিল ও মে মাস। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর পর্যন্ত ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনা প্রবল থাকে। এবার মে মাসে বঙ্গোপসাগরে ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় মোখা। আম্ফানের পর মোখাও তীব্র রূপ নেবে।

গেঁওখালি ইউনিটের উদ্যোগে তৃণমূল ছেড়ে আইমাতে যোগ একঝাঁক কর্মীর

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছে ততই ভাঙন ধরছে রাজ্যের শাসকদলের অন্দরে। আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল কংগ্রেসের হাত ছাড়ছেন শয়ে শয়ে সাধারণ মানুষ। তৃণমূলের প্রতি মানুষের মোহভঙ্গ হচ্ছে বলেই মনে করছেন রাজনীতির কারবারিরা। আর এই সুযোগকেই কৌশলে কাজে লাগাচ্ছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন। আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান বহু আগেই ঘোষণা করেছেন এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোটে লড়বেন ইউনাইটেড সেলুলার ফ্রন্টের প্রার্থীরা। ফলে তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্নীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ভোটারদের প্রতি ইউএসএফকে ভোট দেওয়ার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে। আইমার এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে দলে দলে মানুষ যোগ দিচ্ছেন এই

সংগঠনে। বিশেষ করে যুবক ছেলেদের আইমার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া রাজ্য রাজনীতিতে নতুন বার্তা বয়ে আনছে বলেই মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। কারণ হিসাবে তাঁরা জানাচ্ছেন, অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন মানুষের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিতে পেরেছে যে, তারাই একমাত্র শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করে মানুষকে ন্যায়বিচার দিতে পারবে। পূর্ব মেদিনীপুর এবং আশপাশের বেশ কয়েকটা জেলাতে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার আইমা। তাছাড়া সংগঠনের সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান সমাজের বুকে নিজের যে স্বচ্ছ ভাবমূর্তি তৈরি করেছেন, তাকে তৃণমূল-সহ কোনও রাজনৈতিক দলই অস্বীকার করতে পারছে না। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে নির্বাচনের আগেই নিজেদের অখণ্ড বিশ্বাসযোগ্যতাকে মানুষের সামনে তুলে ধরতে পেরেছেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সৈনিকরা। আর সেই বিশ্বাসের জায়গা থেকেই ভোটের আগে আইমাতে যোগদানের সংখ্যা বাড়ছে। সম্প্রতি তেমনই একটি যোগদানপর্ব সম্পন্ন হল গেঁওখালি আইমা ইউনিটের উদ্যোগে। ২৫-৩০ জন যুবক শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে আইমার পতাকা তুলে নিলেন নিজেদের হাতে। পাশাপাশি আইমার হয়ে সমাজসেবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন তাঁরা। সদ্য উঠতি এই যুবক ভোটারদের যোগদানে আইমা যে যথেষ্ট শক্তিশালী হল সে কথা না বলে দিলেও চলে। অন্যদিকে এই যোগদানপর্ব শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে ভয় ধরিয়েছে বলে স্থানীয় সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে।

ময়না বসন্তচক পূর্বপাড়ায় জিকিরের মাহফিল পরিচালনায় আইমা সুপ্রিমো

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ৩০ এপ্রিল রবিবার ময়না বসন্তচক পূর্বপাড়ায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ঐতিহাসিক ৭১তম বার্ষিক ইসালে সওয়াব। এই মহতী ইসালে সাওয়াবে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। বাদ মাগরিব তিনি জিকিরের মাহফিল পরিচালনা করেছিলেন, যে মাহফিলে অংশ নেন হাজার হাজার মানুষ। সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান কোরান ও হাদিসের আলোকে আত্মত্যাগ এবং পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এদিনের এই জিকিরের মাহফিল থেকে। ভাইজান বক্তব্য রাখেন প্রিয়নবি জনাবে পাক মহম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন-আদর্শকে অনুসরণ করার জন্য তাগিদ দেন সবার উদ্দেশ্যে। এই প্রসঙ্গে তিনি হজরত খালেদ বিন আলির আত্মত্যাগের কথা তুলে ধরেন। অন্যদিকে সকলের জন্য পরম করুণাময় মহান রব্বুল আলামিন আল্লাহপাকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে ও দোয়া চেয়ে তিনি মাহফিলের কাজ শেষ করেন।

এর পাশাপাশি তিনি অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনকে শক্তিশালী করার জন্য উপস্থিত মানুষের কাছে আহ্বান জানান। কারণ, রাজ্যজুড়ে আগামী পঞ্চায়েত ভোটে রাজনৈতিক লড়াইয়ে নামছেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন সমর্থিত ইউএসএফ প্রার্থীরা। ময়না বসন্তচক পূর্বপাড়া আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের কাছে অত্যন্ত প্রিয় একটি স্থান। ফলে এই জায়গায় এসে তিনি যে পঞ্চায়েত ভোটে আইমা সমর্থিত প্রার্থীদের সমর্থন করার জন্য উপস্থিত জনগণকে আহ্বান করবেন সেটাই স্বাভাবিক।

বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা ময়না ব্লক আইমার অন্যতম নেতৃত্ব সোলেমান আলি এবং ওই ইউনিটের সভাপতি কাজিবুর মালিদা জানান, এলাকার সকল আইমা নেতৃত্ববৃন্দ এবং কর্মীরা ইতিমধ্যেই আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন।

শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লক আইমার উদ্যোগে পঞ্চায়েত ভোটের প্রস্তুতিসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি: সম্ভবত এই মাসেই রাজ্যে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের দামামা বাজিয়ে দেবে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। এই প্রথম নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হচ্ছেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন সমর্থিত ইউনাইটেড সেলুলার ফ্রন্টের (ইউ এসএফ) প্রার্থীরা। ফলে জোরকদমে চলছে সংগঠনকে মজবুত করার কাজ। চলছে নির্বাচনী প্রচার, সভা, মিটিং ইত্যাদি। এই নির্বাচনে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে যথেষ্ট বেগ দেবে ইউএসএফ, এমনটাই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। সেই অনুযায়ী চলছে প্রস্তুতি, আলোচনাসভা।

এবার তেমনই একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আইমার শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লক কমিটির উদ্যোগে। গত ৯ মে মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হওয়া এই আলোচনাসভায় পঞ্চায়েত নির্বাচনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন উপস্থিত নেতৃবৃন্দ। মাটি কামড়ে লড়াইয়ের ময়দানে পড়ে থাকার জন্য আইমার সৈনিকদের উদ্বুদ্ধ করা হয় এদিনের সভা থেকে। প্রায় শ'খানেক মানুষের উপস্থিতিতে দুর্নীতিগ্রস্ত শাসকদলকে উচ্ছেদ করার ডাক দেওয়া হয় এদিন। এছাড়াও সন্ত্রাস ও রিগিং আটকানোর জন্য কর্মীদের বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়। এদিনের এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাসভায় উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা আইমার প্রাক্তন সম্পাদক তথা বর্তমানে পশ্চিম মেদিনীপুরে জেলা আইমার অবজার্ভার হাজি জামশেদ আলি-সহ আইমার শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লক কমিটির সদস্যবৃন্দ।

গত ১০ মে বুধবার মাসিক সাংগঠনিক পর্যালোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙা আইমা ইউনিটে। জেলাজুড়ে সংগঠন কীভাবে আরও বিস্তার লাভ করবে সে বিষয়ে আলোচনা করেন উপস্থিত নেতৃবৃন্দ। এদিনের পর্যালোচনাসভায় বেশ কয়েকজন নতুন সদস্য যোগ দেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনে।

হাওড়া জেলা আইমার কোর কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি: অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের অধীন হাওড়া জেলা আইমার কোর কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সম্প্রতি। এই সভাটি অনুষ্ঠিত হয় ফুলেশ্বর আইমা ইউনিটের নেতৃত্ব আবদুল হান্নানের বাড়ির সামনে। এদিনের সভায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। তার মধ্যে একটি বিষয়ের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন উপস্থিত নেতৃবৃন্দ। কোর কমিটির পরবর্তী সভায় প্রতিটি কোর কমিটির সদস্যকে দায়িত্ব নিয়ে চারজন নতুন সদস্যকে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে, যাঁরা আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করবেন। পাশাপাশি হুজুর কেবলা আল্লামা সৈয়দ খালেদ আলি আল হোসাইনির আদর্শকে পাথেয় করে পথ চলবেন।

এদিনের এই মহতী সভায় উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা আইমার বিশিষ্ট নেতৃত্ব হবিউল রহমান, আইমার যুবনেতা সেখ সাদ্দাম, আবদুল হান্নান, নাসির হোসেন মল্লিক, সেখ আজিজুল হক, জিয়ারুল হক, সেখ ইলিয়াস, মেহেবুব মল্লিক, সমিরুল গড়ে, মহম্মদ আলি প্রমুখ। তাঁরা সকলেই নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন এদিনের সভায়। একইসঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করার কথা শোনা যায় তাঁদের মুখ থেকে।

শিখরচণ্ডী আইমা ইউনিটের আর্থিক সহায়তা দুস্থ কন্যার বিয়েতে

নিজস্ব প্রতিনিধি: আবার একবার মানবতার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করল ওড়িশার শিখরচণ্ডী আইমা ইউনিট। সারা বছর ধরেই বাংলার এই প্রতিবেশী রাজ্যটিতে জনসেবার কাজ করে চলেছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন। আইমার শিখরচণ্ডী ইউনিটটি সেই কাজকেই ত্বরান্বিত করে চলেছে দীর্ঘ দিন ধরেই। এবার আইমার এই ইউনিটের পক্ষ থেকে একটি দুঃস্থ ও অসহায় পরিবারের কন্যার বিয়ের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তথা প্রতাপপুর দরবার শরিফের পির আল্লামা সৈয়দ খালেদ আলি আল

হোসাইনি সাহেবের আদর্শ ও সংগঠনের সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের দেখানো পথেই মানুষের জন্য কাজ করে চলেছেন আইমার সৈনিকরা। ওড়িশার শিখরচণ্ডী আইমা ইউনিটও তার ব্যতিক্রমী নয়। ফলে অসহায় পরিবারের কন্যার বিয়েতে আর্থিক সহায়তা করে আরও একবার উদার মনের পরিচয় দিলেন এই ইউনিটের সৈনিকরা। তাঁদের এই মহৎ উদ্যোগ জনমানসে যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছে।

ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে আইমার যুব-কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: সম্প্রতি ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল ব্লকের অন্তর্গত গড়কমলপুর, ইটা-২, নাটশাল-১, নাটশাল-২ অঞ্চলের বিস্তীর্ণ জায়গা

বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। অথৈ জলে পড়েন ওইসব এলাকার সাধারণ মানুষ। সরকারিভাবে ব্যবস্থা নেবার আগেই সেইসব অঞ্চলে পৌঁছে যান অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের কর্মীরা। মহিষাদল যুব আইমা এবং গেঁওখালি আইমা ইউনিটের কর্মীরা একযোগে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়া এলাকা পরিদর্শনে যান। আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নির্দেশে মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান তাঁরা। প্রচুর কাঁচা বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ইতোমধ্যেই আইমার যুব সদস্যরা ক্ষয়ক্ষতির ওপর একটি রিপোর্ট তৈরি করছেন। সেই রিপোর্ট তুলে দেওয়া হবে স্থানীয় বিডিওর হাতে, যাতে খুব দ্রুত ক্ষতিগ্রস্তরা ক্ষতিপূরণ পেতে পারেন। এছাড়াও অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয় তাঁদের। তাঁরাও জানিয়েছেন, যে কোনও বিপদে আইমার সৈনিকরা ছুটে আসেন তাঁদের কাছে। যথাসাধ্য সহযোগিতা করেন তাঁরা। আইমা এবং আইমার কর্ণধার সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের প্রতি নিজেদের ভালোবাসা এবং সমর্থন ব্যক্ত করেছেন স্থানীয় অঞ্চলের মানুষজন। এদিন এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের যুব নেতা মহম্মদ হোসেন, সংগঠনের সোশ্যাল মিডিয়ার সক্রিয় কর্মী সাদ্দাম আলি খান সহ মহিষাদল ব্লক ও গেঁওখালি আইমা ইউনিটের যুব সদস্যরা।

পাঁশকুড়া ব্লক আইমার নেতৃত্বে একাধিক দাবি নিয়ে মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি: আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে একাধিক দাবিদাওয়া নিয়ে এবার পথে নামল অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের পাঁশকুড়া ব্লক ইউনিট। রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের লাগামছাড়া দুর্নীতি, বিজেপির উগ্র মুসলিম বিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে এই মিছিলে আইমার কর্মীদের সঙ্গে পা মেলান অসংখ্য সাধারণ মানুষ।

আইমার পক্ষ থেকে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষ ও বেকার যুবক-যুবতীদের স্বার্থে আওয়াজ তোলা হয় এদিনের মিছিল থেকে। গত ১০ মে বুধবার বিকেল ৪ টে নাগাদ আইমার সদর দফতর প্রতাপপুর দরবার শরিফ থেকে

মুড়িপুকুর হাট হয়ে নদীবাঁধ ধরে পাঁশকুড়া ব্লক আইমার নেতৃত্বে একটি মিছিল এগিয়ে যায় পূর্ব চিল্কার দিকে। সেখান থেকে পুরুষোত্তমপুর হয়ে আবার আইমার সদর দফতরে শেষ হয় এই মিছিল। প্রায় ১৫ কিমি পথ পরিক্রমা করে মিছিলটি। স্বাভাবিকভাবেই ঠিক পঞ্চায়েত ভোটের আগে আইমার নেতৃত্বে এই মিছিল শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে চাপে রাখবে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

দ্য ভয়েস অব
ওয়াদি
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা
২১ শাওয়াল ১৪৪৪ হিজরি ○ ১২ মে ২০২৩ ○ ২৮ বৈশাখ ১৪৩০ ○ শুক্রবার

জ্বলছে মণিপুর

জ্বলছে মণিপুর। আদিবাসী সম্প্রদায়ের আন্দোলনে উত্তাল এই পাহাড়ি রাজ্য। এমনকী বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় বক্সার মেরি কমকেও কাতরভাবে আবেদন করতে হচ্ছে তাঁর রাজ্যকে বাঁচানোর জন্য। কিন্তু মণিপুর কেন জ্বলছে? কোন নীতির ফলে আজ সে রাজ্যের আদিবাসীরা পথে নামতে বাধ্য হয়েছেন? কোন বিষয় তাঁদেরকে এতটা উত্তেজিত করে তুলেছে? এসব প্রশ্নের কিন্তু একাধিক উত্তর রয়েছে। যা আর পাঁচটা সাধারণ বিষয়ের থেকে আলাদা। যেসব উত্তরগুলো মণিপুর এবং কেন্দ্র সরকারের ভ্রান্ত নীতিকেই শুধু কাঠগড়ায় তোলে না, আদিবাসীদের প্রতি বিজেপির যে ঘৃণ্য মানসিকতা, তাকেও নগ্নভাবে সামনে আনে।

আদিবাসীদের জল-জঙ্গলের অধিকারে হস্তক্ষেপ চলছে সেই কোন সুদূর অতীত থেকে। এর আগে কংগ্রেসী আমলেও তাঁদেরকে নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদের চেষ্টা করা হয়েছে। ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়ারায় সালওয়াজুরুমের নামে তাঁদের ওপর চলেছে নির্মম দমনপীড়ন। আদিবাসীদের দেগে দেওয়া হয়েছে মাওবাদী হিসাবে। ঠিক এই কাজটিই শুরু করেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারও। তবে একটু ভিন্ন পদ্ধতিতে।

কয়েকমাস আগেই মণিপুর রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে নতুন করে ক্ষমতায় আসে এন বীরেন সিংয়ের নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার। তারপরেই শুরু হয় তাদের আসল খেলা। যেভাবে তারা কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলুপ্ত করে সাধারণ কাশ্মীরি মানুষদের মৌলিক অধিকার হরণ করেছে, ভারতের যে কোনও প্রান্তের মানুষের জন্য কাশ্মীরিদের জল-জমি হাতিয়ে নেবার সুযোগ করে দিয়েছে, সেই একই পদ্ধতি তারা গ্রহণ করেছে মণিপুরের জন্যও। ভারতের মুসলিমদের জন্য বিজেপি ত্রাস সৃষ্টি করতে পারলেও মণিপুরী খ্রিস্টান আদিবাসীদের বেলায় তাদের এই টোটকা কাজ করেনি। বরং আদিবাসীদের জমি হাতানোর ব্লু প্রিন্ট তাদের কাছে বুমেরাং হয়ে ফিরে এসেছে। যার নিটফল; জ্বলছে মণিপুর। আসলে বিজেপি বুঝতে পারেনি আদিবাসী খ্রিস্টানরা এভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেন।

এবার আসা যাক সেই বিষয়টিতে, যা নিয়ে মণিপুর আজ উত্তাল হয়ে উঠেছে। মণিপুরে মেইটি সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা প্রায় ৬০ শতাংশ। বাকিদের অধিকাংশ আদিবাসী। এই মেইটি সম্প্রদায় ইম্ফল উপত্যকা এবং তার আশেপাশে বসতি স্থাপন করে বসবাস করে। মেইটিদের বক্তব্য, মায়ানমার ও বাংলাদেশ থেকে নাকি প্রচুর অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ঢুকে পড়ায় তারা তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আইন অনুযায়ী মণিপুরের পাহাড়ি অঞ্চলে আদিবাসী ছাড়া অন্য কারও বসতি স্থাপনের অনুমতি নেই। ফলে মেইটিরা চাইছে তাদেরও আদিবাসী ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। এই মর্মে রাজ্যের উচ্চ আদালতে আবেদনও জানিয়েছে তারা। আর এরই বিরোধিতায় নেমেছেন রাজ্যের খ্রিস্টান আদিবাসীরা। তাঁদের আশঙ্কা অমূলক নয়। কারণ মেইটিদের যদি আদিবাসী ক্যাটাগরিভুক্ত করা হয় তবে মূল আদিবাসীদের জঙ্গল জমি হারানোর ভয় থেকেই যাচ্ছে। প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে মেইটিদের দাবি কি অন্যায্য? এর পাল্টা প্রশ্ন হতে পারে, যে অভিযোগ করে মেইটিরা আদালতে আবেদন জানিয়েছে, মায়ানমার এবং বাংলাদেশীদের অনুপ্রবেশ আটকানো কাদের কাজ? তাদের গাফিলতির মাসুল কেন আদিবাসীদের চোকাতে হবে? নিজেদের জমি ও সম্পদ হারানোর ভয় যেভাবে আদিবাসীদের পেয়ে বসেছে, সেই ভয় তো অমূলক নয়।

এই মুহূর্তে মণিপুরের পরিস্থিতি ভয়াবহ। রাজ্যজুড়ে চলছে ১৪৪ ধারা। কোনো কোনো জায়গায় জারি হয়েছে ৩৫৫ ধারাও। বন্ধ ইন্টারনেট সংযোগ। দেখামাত্র গুলির নির্দেশ দিয়েছে এন বীরেন সিংয়ের অধীন বিজেপি সরকার। কিন্তু এটাই কি সমাধান? বিজেপি এবার হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে যে,ভারতীয় খ্রিস্টানরা তাদের জন্য কঠিন ঠাঁই। তারা মুসলিমদের মতো অত সহনশীল নয়। ফলে অদূর ভবিষ্যতে মণিপুরের ভাগ্যে কী লেখা আছে খোদায় মালুম।

• • • • • •

যেভাবে হওয়া যায় প্রকৃত মুসলিম

আহমাদ রাইদ

মুসলিম মা-বাবার ঘরে জন্মগ্রহণ করলেই কিংবা নিজেকে মুসলিম দাবি করলেই প্রকৃত মুসলিম হওয়া যায় না, বরং প্রকৃত মুসলিম হওয়ার জন্য ইমানের বিশুদ্ধতা অর্জন জরুরি। নিমগাছ লাগিয়ে আম ফলের আশা করা যেমন বোকামি, তেমনি ইমানে ভেজাল ঢুকিয়ে নিজেকে প্রকৃত ইমানদার ভাবাও বোকামি। মহান আল্লাহ ইমানদারদের প্রকৃত মুসলমান হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, ''হে বিশ্বাসীরা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।''

(সূরা— বাকারা, আয়াত— ২০৮)

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, ''হে মুমিনরা, তোমরা পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাস স্থাপন করো আল্লাহর ওপর, তাঁর রসুলের ওপর এবং ওই কিতাবের ওপর, যা তিনি নাজিল করেছেন তাঁর রসুলের ওপর এবং ওই সব কিতাবের ওপর, যা তিনি নাজিল করেছিলেন ইতিপূর্বে। আর যে কেউ অবিশ্বাস করে আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশতাদের, তাঁর কিতাবসমূহকে, তাঁর রসুলদের ও কিয়ামত দিনকে, সে দূরতম ভ্রষ্টতায় নিপতিত হল।'' (সূরা— নিসা, আয়াত— ১৩৬)

উল্লিখিত আয়াত দুটির আলোকে ইমানদারদের দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ১) খাঁটি ইমানদার ২. সাধারণ ইমানদার। আয়াত দুটিতে আল্লাহতায়ালা সাধারণ ইমানদারদের ইমানের বিশুদ্ধতার মাধ্যমে পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশের নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা অনেকে ইমান আনা সত্ত্বেও তাদের ইমান শিরকমিশ্রিত। মহান আল্লাহ বলেন, ''তাদের বেশিরভাগ আল্লাহকে বিশ্বাস করে। অথচ সেই সঙ্গে শিরক করে।'' (সূরা— ইউসুফ, আয়াত— ১০৬)

উল্লিখিত আলোচনা থেকে জানা যায়, মুসলমান নাম ধারণ করলেই খাঁটি মুসলমান হওয়া যায় না। খাঁটি মুসলমান হওয়ার জন্য ইমানের বিশুদ্ধতা জরুরি। এ জন্য মুসলমানদের ৭২ দল যাবে জাহান্নামে, শুধুমাত্র একটি দল যাবে জান্নাতে। রসুল সা. বলেছেন, বনি ইসরাইল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল, আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। সবাই জাহান্নামে যাবে, একটি দল ছাড়া। সাহাবিরা বললেন, সেটি কোন দল হে আল্লাহর রসুল? তিনি বললেন, যারা আমি ও আমার সাহাবিরা যার ওপর আছি, তার ওপর টিকে থাকবে তারাই জান্নাতে যাবে। (তিরমিজি, হাদিস — ২৬৪১)

মহান আল্লাহ আমাদের খাঁটি মুসলমান হওয়ার তওফিক দান করুন।

জীবন বদলের বাণী

প্রতিদিন সকালে আমরা আবার জন্মগ্রহণ করি। আজ আমরা যা করিছি তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। —গৌতম বুদ্ধ *—গৌতম বুদ্ধ*

কেউ স্বীকৃতি না দিলেও তুমি তোমার সদাচরণ অব্যাহত রাখবে।

—হজরত আলি রা.

মুসলিমদের ধর্মীয় শিক্ষা জরুরি সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই

মধ্যযুগের (৯০০-১২০০) বিশ্ববিখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানীরা হয় এসব প্রতিষ্ঠানের সরাসরি শিক্ষার্থী ছিলেন, নতুবা এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁদের সংশ্লিষ্টতা ছিল। যেমন গণিতবিদ আল-খাওরিজিমি, চিকিৎসাগুরু ইবনে সিনা, উদ্ভিববিজ্ঞানী আল-ইদরিসি, জ্যোতির্বিজ্ঞানী আল-বাত্তানি, দার্শনিক ও চিকিৎসক আবু বকর আল-রাজি, পদার্থবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী আল-বিরুনি, দার্শনিক আল-কিন্দি, চিকিৎসক আল-জাহরাবি, উদ্ভিদবিজ্ঞানী ইবনুল বাইতার, চিকিৎসাবিজ্ঞানী ইবনুন নাফিস, রসায়নবিদ জাবির ইবনে হাইয়ান, জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতবিদ আল-খাইয়াম সহ আরও অনেকে।

মুহাম্মাদ হেদায়াতুল্লাহ

নিষ্কলুষ চিন্তা-ভাবনা ও আত্মিক পবিত্রতা গঠনে শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। তাই মুসলমানদের শিক্ষা কারিকুলামে এমন উপাদান থাকা চাই, যা শিক্ষার্থীকে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম করবে এবং সমাজের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের উপযোগী করবে। আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন, ''তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তিনি তোমাদের শিক্ষা দেবেন, আল্লাহ সর্ববিষয়ে অবহিত।'' (সূরা বাকারা, আয়াত—১৮২)

সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থা বলতে যা বোঝায়

সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থায় বয়স, যোগ্যতা ও জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে পবিত্র কোরান, তাফসির, হাদিস, ফিকাহ, আকাইদ সম্পর্কে ধারণা লাভের সুযোগ থাকবে। পাশাপাশি তাতে ইলমুল কালাম (ধর্মতত্ত্ব), ফালসাফা (দর্শন), স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, গণিত, পদার্থ, রসায়ন এবং জীববিজ্ঞান-সহ প্রয়োজনীয় বিষয়ে পড়ার ব্যবস্থা থাকবে। ফলে একজন শিক্ষার্থীর কাছে যেভাবে প্রয়োজনীয় ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের সুযোগ থাকে, তেমনি নির্দিষ্ট সময়ের পর সুনির্দিষ্ট একটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়ার সুযোগ পায়।

প্রাচীন ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

মূলত ইসলামের প্রধান শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে মাদরাসা ব্যবস্থার বিস্তার ঘটে। মহানবি সা.-এর যুগে মক্কায় দারুল আরকাম বিন আবুল আরকাম ও পরবর্তী সময়ে মসজিদে নববী থেকেই মসজিদে মসজিদে শিক্ষার যাত্রা শুরু। ধীরে ধীরে এই কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ধারণ করে। মূলত সুদক্ষ শিক্ষকদের কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে এসব প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি। এক পর্যায়ে মুসলিম সভ্যতার বিকাশে তা মৌলিক ভূমিকা পালন করে।

উমাইয়া, আব্বাসী শাসনামল এবং পরবর্তী যুগে মুসলিম প্রধান শহরগুলোতে ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলত মসজিদকেন্দ্রিক এইসব প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। সাতশো তিরিশ সালে তিউনিসিয়ায় উবাইদুল্লাহ বিন আল-হাবহাব জামি জাইতুনাহ বা জাইতুনাহ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। আটশো ঊনষাট সালে মরক্কোর ফেজ নগরীতে ফাতিমা আল ফিহরির অর্থ সাহায্যে কারাওইন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, যা পৃথিবীর প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে মনে করা হয়। ন'শো সত্তর সালে ফাতেমি গভর্নর জাওহার আল-সিকিল্লি মিশরের রাজধানী কায়রোতে জামিউল আজহার প্রতিষ্ঠা করেন। এক হাজার সাতান্ন সালে সেলজুক মন্ত্রী নিজামুল মুলুক বাগদাদে নিজামিয়াহ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। আবার বারোশো সাতাশ সালে আব্বাসী খলিফা আল-মুসতানসির বিল্লাহ ইরাকের বাগদাদে মুসতানসিরিয়্যাহ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এসব প্রতিষ্ঠান মসজিদ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার পাশাপাশি ইসলাম ও জাগতিক বিষয়াবলির পাঠদানে সমন্বয় ছিল।

মধ্যযুগের (৯০০-১২০০) বিশ্ববিখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানীরা হয় এসব প্রতিষ্ঠানের সরাসরি শিক্ষার্থী ছিলেন, নতুবা এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁদের সংশ্লিষ্টতা ছিল। যেমন গণিতবিদ আল-খাওরিজিমি, চিকিৎসাগুরু ইবনে সিনা, উদ্ভিববিজ্ঞানী আল-ইদরিসি, জ্যোতির্বিজ্ঞানী আল-বাত্তানি, দার্শনিক ও চিকিৎসক আবু বকর আল-রাজি, পদার্থবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী আল-বিরুনি, দার্শনিক আল-কিন্দি, চিকিৎসক আল-জাহরাবি, উদ্ভিদবিজ্ঞানী ইবনুল বাইতার, চিকিৎসাবিজ্ঞানী ইবনুন নাফিস, রসায়নবিদ জাবির ইবনে হাইয়ান, জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতবিদ

আল-খাইয়াম সহ আরও অনেকে যেমন ইসলামী পণ্ডিত ছিলেন, তেমনি নানা বিষয়ে তাঁদের গবেষণা ছিল সর্ববিদিত।

মুসলিম দেশে সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থা

আধুনিক যুগে সৌদি আরব, কাতার, আরব আমিরাত, ওমান সহ মধ্যপ্রাচ্যের স্কুল-কলেজগুলোতে মৌলিক ধর্মীয় শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি দেখা যায়। এসব দেশের মাদরাসাগুলোতেও প্রয়োজনীয় আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় রয়েছে। তুরস্কের সরকারি 'ইমাম হাতিপ স্কুল' ছাড়াও বিভিন্ন স্কুলে কোরান শিক্ষার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সমন্বয় রয়েছে। এমনকী ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার স্কুলগুলোতেও প্রয়োজনীয় ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা রয়েছে। পাকিস্তানেও মাদরাসার পাশাপাশি স্কুলগুলোতে কোরআন ও ইসলাম শিক্ষা বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে দেখা যায়। ভারতের অনেক রাজ্যে সমন্বিত শিক্ষা কারিকুলামে ইসলামিক স্কুল জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

মোটকথা, উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত একজন শিক্ষার্থী ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে জানার সুযোগ পাচ্ছে। এরপর সুনির্দিষ্ট একটি বিষয়ে তার জন্য উচ্চশিক্ষা বা বিশেষায়িত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ আছে। এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যে কোনও বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জনের জন্য বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের দীর্ঘ তত্ত্বাবধানের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দীর্ঘ অনুশীলন জরুরি।

সমন্বিত শিক্ষার মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব

একটা সময় পর্যন্ত এই বিশ্ব শাসন করেছিল মুসলিমরা, একথা অস্বীকার করার কোনও অবকাশ নেই। শুধু তাই নয়, কোরান ও হাদিসের পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় মুসলিম স্কলাররা ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত। জ্ঞানচর্চার দুয়ার উন্মুক্ত করেছিলেন তাঁরা অসাধারণ মেধা দিয়ে। আজও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের নাম স্মরণ করি আমরা। অথচ তাঁরা কিন্তু পবিত্র কোরান শরিফ থেকে গবেষণা করেই এই জায়গায় পৌঁছেছিলেন, একথা ভুলে গেলে চলবে না। এখন আবার নতুন করে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা মুসলিমদের সম্প্রদায়ের ওপর নাজিল হওয়া পবিত্র এই কোরানকে নিয়ে গবেষণা করেই আবিষ্কারের নানা দিক উন্মোচন করেছেন। যেহেতু এই কোরআনের মধ্যেই মানুষের সামগ্রিক জীবনব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানচর্চার অবাধ সুযোগ রয়েছে, সেহেতু মুসলিমদের কোরান বিমুখ তাই তাদেরকে পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দিচ্ছে। ফলত, নতুন করে ভাবার সময় এসেছে যে, সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষার, অর্থাৎ কোরান-কেন্দ্রিক গবেষণার ওপর গুরুত্ব না দিলে মুসলিমরা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে যাবে। তাদের ওপর কর্তৃত্ব থাকবে ইহুদি, খ্রিস্টান-সহ অন্যান্য জাতির। অতএব সমন্বিত শিক্ষার মধ্যে থেকেও কোরান গবেষণার কাজ তাদেরকে চালিয়ে যেতে হবে। তবেই উত্তরণের পথ খুঁজে পাবে এই জাতি।

জলবায়ু

হিমবাহ দ্রুত হারে গলছে হিমালয়ে!

বাড়ছে আতঙ্ক

হিমালয়ে এক বিরাট পরিমাণ হিমবাহ ধসে গিসেছে। ৫৭০ মিলিয়ন হাতির সমান ধসে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। উষ্ণায়নের জেরে হিমবাহের বিপুল ক্ষয়ে গবেষকরাও বিস্মিত। হিমবাহের এই গলন সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য ছিল বলে জানিয়েছেন তাঁরা। হিমবাহের পৃষ্ঠের নীচে এই গলন হয়েছিল, যার ফলে ৫৭০ হাতির সমান ভর হারিয়েছে হিমবাহ।

এই প্রথমবার হিমালয়ের হিমবাহে গলনের খবর সামনে এল। গবেষকরাও এই ধরনের রিপোর্ট সামনে এনেছেন এই প্রথমবার। এর আগে এমন কোনো খবর সামনে আসেনি। জলের নীচে হিমবাহের পরিবর্তনগুলি দেখতে উপগ্রহগুলি অক্ষম। কেননা হিমবাহগুলি থেকেই হ্রদের সৃষ্টি। হিমবাহের এই বিপুল ধস পূর্ববর্তী গবেষণায় নজরে আসেনি। উপগ্রহ শুধুমাত্র হ্রদের জলের পৃষ্ঠ পরিমাপ করতে পারে। কিন্তু জলের নীচে বরফের হদিস পায়নি। যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অফ সেন্ট অ্যান্ড্রুস, চাইনিজ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস, অস্ট্রিয়ার গ্রাজ ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি এবং কার্নেগি মেলন ইউনিভার্সিটির গবেষকরা এই বিষয়টি সামনে আনেন।

গবেষকরা জানিয়েছেন, এই বিপুল পরিমাণ হিমবাহ গলনের

ফলে হিমবাহের মোট ভরের ক্ষয় হয়েছে ৬.৫ শতাংশ। নেচার জিওসায়েন্স জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে এই গবেষণা পত্রটি। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, সবচেয়ে বড় অবমূল্যায়ন ঘটেছে মধ্য হিমালয়ে, যেখানে হিমবাহ হ্রদের বৃদ্ধি সবচেয়ে দ্রুত হয়েছে। গবেষকরা আরও জানান, আমাদের অনুমানগুলি হিমবাহের মোট ভর ক্ষতির অনিশ্চয়তা কমিয়েছে। গ্ল্যাসিও-হাইড্রোলজিক্যাল মডেলগুলির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ডেটা সরবরাহ করেছে তাদের গবেষণা। পার্বত্য অঞ্চলে জল সম্পদ ব্যবস্থাপনার সহায়ক বলে গবেষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

তিব্বত মালভূমি গবেষণা ইনস্টিটিউট গুওকিং ঝাং এই গবেষণার প্রধান লেখক। তিনি বলেন, ''হিমবাহের গলনে হ্রদ ফুলেফেঁপে উঠে বন্যা ঘটাতে পারে। হিমবাহের ব্যাপক ধসের ফলে ভারসাম্যও বিঘ্নিত হবে। গবেষক হিসেবে তা মূল্যায়নের চেষ্টা চলছে। বৃহত্তর হিমালয়জুড়ে ত্বরিত হিমবাহের ভরের ক্ষয় এখন মুখ্য আলোচ্য হয়ে উঠেছে।

২০০০ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত এই অঞ্চলে প্রোগ্লাসিয়াল হ্রদের সংখ্যা ৪৭ শতাংশ। তা আয়তনে ৩৩ শতাংশ থেকে ৪২ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সম্প্রসারণের ফলে আনুমানিক হিমবাহের ভর প্রায় ২.৭ জিটি ক্ষতি হয়েছে, যা ৫৭০ মিলিয়ন হাতির সমান বা পৃথিবীতে বসবাসকারী মোট হাতির সংখ্যার ১০০০ গুণ বেশি।

গবেষকরা হিমবাহের ভর ক্ষতি এবং বিশ্বব্যাপী হ্রদ-হিমবাহের অবমূল্যায়িত ভর ক্ষতির প্রক্রিয়া বোঝার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন তাদের গবেষণা পত্রে। কার্নেগি মেলন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-লেখক ড. ডেভিড রাউন্স বলেন, ''আমরা আশা করি যে হ্রদ-যুক্ত হিমবাহগুলি থেকে একবিংশ শতকজুড়ে মোট ভর ক্ষয় হচ্ছে। এর ফলে হিমবাহগুলি দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে।''

জানা-অজানা

৬০ বছর আগে এক রোগের প্রকোপ! এ গ্রামের অধিকাংশই বামন

বিশ্বে ২০ হাজার জনের মধ্যে এক জন বামন হয়ে থাকেন। কিন্তু সেই হিসেব বদলে দিচ্ছে চিনের ইয়াংসি গ্রাম। ৬০ বছর আগে এখানে প্রাদুর্ভাব হয়েছিল এক রোগের। তারপর থেকে এ গ্রামের অধিকাংশই বামন। চিনের এই বামন গ্রাম ইয়াংসি অবস্থিত সিচুয়ান প্রদেশে।

আপাত অখ্যাত এই ইয়াংসি গ্রামকে বিশ্ব চেনে বামন গ্রাম হিসেবেই। ভারতেও রয়েছে এমনই এক বামন গ্রাম। সে গ্রামের নাম 'আমার'। অসম প্রদেশে অবস্থিত। কিন্তু সেই বামন গ্রাম গড়া এক মহৎ উদ্দেশ্যে। কিন্তু চিনের ইয়াংসি নিয়ে বিজ্ঞানীরা খুবই উৎসুক হয়ে উঠেছেন। চিনের এই গ্রামের মোট জনসংখ্যা ৮০ জন। তার মধ্যে অর্ধেকই বামন বা খর্বকায়। ৬০ বছর আগে এক রোগ খর্বকায় শিশু জন্মানোর জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়। সেই রোগের প্রভাবে শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি আটকে যায় ইয়াংসি গ্রামে, বিশেষজ্ঞদের তেমনই ধারণা।

বিশেষজ্ঞরা ইয়াংসি গ্রামকে নিয়ে খুবই চিন্তিত। কী কারণে এমনটা ঘটছে তা বুঝতে পারছেন না কেউ। রোগের প্রার্দুভাব যদি হয়ে থাকে, তো তা হয়েছিল ৬০ বছর আগে। তার প্রভাব এখনও কী করে চলবে। পরীক্ষার মাধ্যমে নানারকম কারণ বিশ্লেষণ করে চলেছেন তাঁরা। চিনের বিখ্যাত এই গ্রামে ৮০ জন মানুষের মধ্যে ৪০ জন একেবারেই খর্বকায়। কেন এত বামন এ গ্রামে, তা নিয়ে কাজ করছেন বিশেষজ্ঞরা। গ্রামটিতে এত সংখ্যক বামন জন্ম নেওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করছেন। বিজ্ঞানের ভাষায় কিছু কিছু মানুষের জিনগত কারণে স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যহত হয়। ফলে স্বাভাবিক উচ্চতাও কম হয়।

বিজ্ঞান বলছে, হাড়ের স্বাভাবিক বৃদ্ধি না হওয়াই এ জন্য দায়ী। জিনগত ও জন্মগত বিভিন্ন ত্রুটিকে এসব ক্ষেত্রে দায়ী করে থাকে বিজ্ঞান। একজন স্বাভাবিক মানুষের উচ্চতা ৪ ফুট ১০ ইঞ্চির কম হয়ে থাকলে তাকে খর্বাকায় বা বামন বলে গণ্য করা হয়। ইয়াংসি গ্রামের সর্বাপেক্ষা লম্বা মানুষের উচ্চতা ৩ ফুট ১০ ইঞ্চি। আর সর্বাপেক্ষা খাটো মানুষের উচ্চতা ২ ফুট ১ ইঞ্চি। ১৯৫১ সালের পর থেকেই এই গ্রামের অধিবাসীদের নিয়ে কানাঘুষো শোনা যেত। বিজ্ঞানীরা সরেজমিনে তদন্তও শুরু করেন তারপর।

১৯৮৫ সালে ইয়াংসি গ্রামে একটি সমীক্ষা হয়। সেই সমীক্ষায় জানা যায়, রোগের প্রাদুর্ভাবের আগে ১১৯ জনের বাস ছিল গ্রামে। তারপর এক গ্রীষ্মের অজানা রোগ ছড়িয়ে পড়ে গ্রামে। ৫-৭ বছর বয়সি শিশুরা আক্রান্ত হয়, তাদের দৈহিক বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। অনেকে বলেন, অশুভ কোনো ছায়া পড়েছে এই গ্রামে। তা নিয়ে নানা মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন অতৃপ্ত আত্মার অভিশাপ। আবার কেউ বলেন, ওয়াং নামে এক ব্যক্তি কালো রঙের একটি কচ্ছপ দেখতে পান। কচ্ছপটিকে পুড়িয়ে আগুনে ঝলসিয়ে খাওয়ার পরই ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে বলে মনে করা হয়।

প্রকৃতি

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম 'ব্লু হোল' উদ্ধার মেক্সিকোতে!

মিলবে পৃথিবীর অজানা-রহস্যের সন্ধান

সম্প্রতি 'ব্লু হোল' উদ্ধার হয়েছে মেক্সিকোতে! এই ব্লু হোলটি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম বলে মনে করছেন গবেষকরা। সেইসঙ্গে তাঁরা আশাবাগী এবার পৃথিবীর অজানা-রহস্যের সন্ধান মিলতে পারে। সেই রহস্য উন্মোচনের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন ভূ-বিজ্ঞানীরা।

গবেষকরা জানিয়েছেন, মেক্সিকোয় উদ্ধার হওয়া বিশালাকৃতির ব্লু হোলের গভীরতা ৯০০ ফুট। মেক্সিকোর ইউকাটান উপদ্বীপের উপকূলের এই ব্লু হোলটিকে বিশ্বের দ্বিতীয় গভীরতম ব্লু হোল বলে ধরা হচ্ছে। এটিকে ডুবো গুহা বলেও উল্লেখ করেছেন গবেষকরা। ৯০০ ফুট গভীর এই ব্লু হোলের ক্ষেত্রফল ১ লক্ষ ৪৭ হাজার বর্গফুট। বিজ্ঞানীরা জানান, নয়া আবিষ্কৃত এই ব্লু হোলটি চেতুমাল উপসাগরে অবস্থিত। বিশাল নীলকান্তমণিযুক্ত সিঙ্কহোলটি মূলত ২০২১ সালে আবিষ্কৃত হয়েছিল। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক জার্নাল ফ্রন্টিয়ার্স ইন মেরিন সায়েন্সে নথিভুক্ত করা হয়েছিল তা। সমুদ্রের তলদেশে খোদাই করা প্রাচীন চুনাপাথরের গুহাগুলি নীল।

গবেষকরা জানিয়েছেন, পতিত গাছ এবং পাতা থেকে মৃত ব্যাকটেরিয়া জমা হওয়ার কারণে অভ্যন্তরীণ নীল গর্তগুলি দেখতে কালো। সেখানে আলো পৌঁছয় না। ফলে তা দেখতে কালো লাগে। এগুলি জলাভূমি ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে এর নীচে যা রয়েছে তা এখনও অজানা। এই অজানাকে জানার জন্য তটস্থ গবেষকরা। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক ক্রিস্টোফার জি. স্মিথ অন্যান্য সাবমেরিন সিঙ্কহোল নিয়ে গবেষণা করেছেন। পূর্ববর্তী গবেষণায় তিনি জড়িত না থাকলেও তিনি এই বিষয়টি নিয়ে বিশেষ কৌতুহলী। তিনিও জানতে চাইছেন এই ব্লু হোলের নীচে কী রয়েছে।

গভীর জলভর্তি এই নীল গর্তগুলিতে সামান্য অক্সিজেন থাকে। সূর্যের আলো কেবল পৃষ্ঠের উপর পড়ে। কিন্তু নীচে প্রবেশ করতে পারে না। সমীক্ষা অনুসারে, দক্ষিণ চিন সাগরের ড্রাগন হোলের পরে এটি বিশ্বের দ্বিতীয় গভীরতম ব্লু হোল বা নীল গর্ত। চিন সাগরের ড্রাগন হোল প্রায় ৯৮০ ফুট গভীর পর্যন্ত প্রসারিত। গবেষকরা আরও জানান, এই ব্লু হোল বা নীল গর্তের দেওয়াল জোয়ার থেকে এই গভীরতার জলকে রক্ষা করে। ব্লু হোল পর্যবেক্ষণ করে এবং নানা গবেষণার মাধ্যমে হাজার হাজার বছর আগে জীবন কেমন ছিল, তার একটি ধারণা তৈরি হতে পারে। এটি আমাদের অন্যান্য গ্রহের জীবন সম্পর্কে নতুন তথ্য দিতে পারে।

মৃত্যু বাড়ছে, জ্বলেছে মণিপুর উদ্বেগ প্রকাশ শীর্ষ আদালতের

ইম্ফল: গত কয়েকদিনের হিংসায়, মণিপুরে, অন্তত পক্ষে ৬০ জনের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার বিকালে সাংবাদিক বৈঠক করে জানালেন সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং। তিনি আরও জানিয়েছেন, এই হিংসায় কে বা কারা উসকানি দিয়েছিল এবং সরকারি কর্মীদের মধ্যে কারা কারা নিজেদের দায়িত্ব পালন করেননি, তা নির্ধারণ করতে এই ঘটনার উচ্চ-স্তরের তদন্ত করা হবে। রাজ্যবাসীকে তিনি ভুল তথ্য এবং গুজব না ছড়ানোর বিষয়ে সতর্কও করেছেন। এন বীরেন সিং বলেন, "৩ মে-র দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় অন্তত পক্ষে ৬০ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও ২৩১ জন। সেই সঙ্গে ১৭০০-র কাছাকাছি ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য আমি রাজ্যবাসীর কাছে আবেদন করছি। আটকে পড়া মানুষদের তাদের নিজ নিজ গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার কাজও শুরু করা হয়েছে।"

তিনি আরও জানিয়েছেন, মণিপুরের বিভিন্ন স্থানে রাজ্যের এবং রাজ্যের বাইরে থেকে আসা যে সমস্ত মানুষ আটকে পড়েছেন, সরকারের পক্ষ থেকে তাঁদের সম্ভাব্য সকল প্রকার সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত, ২০,০০০ মানুষকে উদ্ধার করে নিরাপদ এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তারপরও ১০,০০০ মানুষ বিভিন্ন জায়গায় আটকে আছেন। অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে তাঁরা নিজেদের গন্তব্যে যেতে পারছেন না। মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, একেবারের প্রথমদিন থেকে আজ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন। বেশ কয়েক কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠিয়ে রাজ্য সরকারকে সাহায্য করেছেন তিনি।

এদিকে, এদিনই মণিপুরের ব্যাপক প্রাণহানি এবং সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। এই ব্যাপক হিংসায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসনের উদ্যোগের গতি বাড়ানোর জন্য কেন্দ্র এবং মণিপুর সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। সেইসঙ্গে ধর্মীয় উপাসনালয়গুলিকে নিরাপত্তা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আদালতের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, হিংসার সময় উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যে বেশ কয়েকটি ধর্মীয় উপাসনালয়কে হামলার নিশানা করা হয়েছিল। এদিন আদালতে কেন্দ্র জানিয়েছে, গত দুই দিনে মণিপুরে আর কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে। সেই সঙ্গে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, ২৩,০০০-এরও বেশি মানুষকে সামরিক শিবিরে নিরাপদে রাখা হয়েছে।

'দ্য কেরালা স্টোরি' নিয়ে বিতর্ক এবার পৌঁছল শীর্ষ আদালতে

নয়াদিল্লি: দেশজুড়ে চর্চার কেন্দ্রে বিতর্কিত ছবি 'দ্য কেরালা স্টোরি'। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে এই ছবি সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এবার সেই সিনেমা নিয়ে বিতর্ক পৌঁছল সুপ্রিম কোর্টে। আগামী ১৫ মে মামলাটি শুনবে শীর্ষ আদালত। কেরল হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় ও বিচারপতি পিএস নরসিমার বেঞ্চে হবে সেই আবেদনের শুনানি। মামলাকারীর তরফে কপিল সিব্বল জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন জানিয়েছিলেন।

গত ৫ মে দেশের সিনেমা হল ও মাল্টিপ্লেক্সগুলিতে মুক্তি পেয়েছে 'দ্য কেরালা স্টোরি'। ওই ছবির বিরুদ্ধে মামলা হলেও কেরল হাইকোর্ট ছবির মুক্তিতে স্থগিতাদেশ দেয়নি। ফলে কোনো বাধা ছাড়াই মুক্তি পায় অভিনেত্রী আদাহ শর্মা ওই ছবি। কিন্তু নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করেই মামলা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। সিব্বল এদিন প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে মামলা উল্লেখ করে জানিয়েছেন, হাইকোর্ট অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেয়নি। এই মামলা জরুরিভিত্তিতে শুনানি হওয়া প্রয়োজন।

গত ৫ মে কেরল হাইকোর্টের বিচারপতি এন নগরেশ ও বিচারপতি সোফি থমাসের ডিভিশন বেঞ্চ ছবি মুক্তিতে কোনও স্থগিতাদেশ দেয়নি। আদালতের তরফে বলা হয়, ছবিটি সত্য ঘটনা থেকে অনুপ্রাণিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেন্সর বোর্ডও যে এই ছবিতে ছাড়পত্র দিয়েছে, সে কথাও উল্লেখ করেছে হাইকোর্ট। ছবির ট্রেলার দেখার পর তাতে কোনো সম্প্রদায়কে আঘাত করার কোনও উদাহরণ খুঁজে পায়নি আদালত। ছবির টিজারে উল্লেখ করা হয়েছিল, কেরলের ৩২ হাজার মহিলা আইএসআইএস সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। সেই টিজার সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়ার কথা আদালে জানিয়েছিলেন প্রযোজক।

উল্লেখ্য, দেশের অন্যান্য রাজ্যের হলগুলিতে 'দ্য কেরালা স্টোরি' চললেও বাংলায় তা নিষিদ্ধ করার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবারই নবান্নের তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সেই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আচমকা সিনেমা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অনেক দর্শক বিক্ষোভও দেখিয়েছেন মঙ্গলবার। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরা।

দেশজুড়ে 'স্বচ্ছতা কি পাঠশালা'

নিজস্ব প্রতিনিধি: 'স্বচ্ছ ভারত মিশন' আমরা কীভাবে স্যানিটেশন অনুভব করি তাতে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে, যার কারণে আজ প্রতিটি ভারতীয়ের কাছে একটি টয়লেটের প্রাপ্যতা রয়েছে। আমরা আমাদের কর্মক্ষেত্রে, স্কুলে বা কলেজে থাকি না কেন, আইনের কারণে টয়লেট বাধ্যতামূলক। এমনকী দীর্ঘ সড়ক ভ্রমণেও, আমাদের এখন শুধু ফুড কোর্ট এবং মলের পাশাপাশি টোল স্টেশন এবং পেট্রোল পাম্পেও টয়লেটের অ্যাক্সেস রয়েছে। টয়লেটের প্রাপ্যতা এখন আর একটি সমস্যা হিসাবে বিদ্যমান নেই। যাইহোক, স্বাস্থ্যবিধি এখনও একটি সমস্যা হিসাবে বিদ্যমান। আমরা সকলেই হতাশা অনুভব করেছি যা একটি টয়লেট খুঁজে পেয়ে আসে, একবার পাওয়া গেলে, আমরা বুঝতে পারি যে এটি ব্যবহার করার জন্য খুব নোংরা। এটা শুধু গরিব বা অশিক্ষিতদের সমস্যা নয়; নোংরা টয়লেট এমনকী ফ্লাইটে, ব্যয়বহুল সিনেমা থিয়েটারে এবং রেস্তোরাঁয় একটি বাস্তবতা। সমস্ত ভারতীয়দের জন্য, টয়লেটের স্বাস্থ্যবিধি এবং ভাল স্যানিটেশন অনুশীলনগুলি দ্বিতীয় প্রকৃতিতে পরিণত হতে এখনও অনেক সময় আছে। আমরা এখনও টয়লেট যত্ন সম্পর্কে কিছু পুরনো মানসিকতা ধরে রাখি। গ্রামীণ এলাকায়, অনেকে এখনও পুরনো উপায়গুলিকে আঁকড়ে ধরেন এবং টয়লেটকে 'অপ্রয়োজনীয়' মনে করেন।

অনুকরণের নির্দেশ

'সাম্প্রদায়িক টয়লেট হাইজিন' যা একটি সম্মিলিত দায়িত্ব বোঝানো হয়েছে কিন্তু কেউ দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত ছিল না।

শহুরে বাড়িতে থাকা মালিকদের শিক্ষার স্তর বিবেচনা না করে টয়লেটের স্বাস্থ্যবিধি যত্ন নেওয়ার জন্য গৃহকর্মী নিয়োগ করা হবে। প্রায়শই, আমাদের শিক্ষা থাকা সত্ত্বেও, আমাদের বেশিরভাগই ভালো টয়লেটের স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখার বিষয়ে যথেষ্ট জানে না। এটি এমন একটি সত্য যা ভারতের শীর্ষস্থানীয় ল্যাভেটরি কেয়ার ব্র্যান্ড, হারপিক, ভালোভাবে জানে।

ডিজেলচালিত গাড়ি নিষিদ্ধ হচ্ছে ভারতে!

নয়াদিল্লি: ভারতে ডিজেল যান নিষিদ্ধ করার প্রস্তুতি চলছে। 'ক্লিন এনার্জি'র প্রসারের জন্য, ভারত সরকার তেল মন্ত্রকের আওতায় 'এনার্জি ট্রানজিশন অ্যাডভাইজরি কমিটি' গঠন করেছে। সোমবার এই কমিটি পরামর্শ দিয়েছে যে, ২০২৭ সালের মধ্যে দেশে ডিজেলচালিত চার চাকার গাড়ি নিষিদ্ধ করা উচিত। কমিটির মতে, যে শহরগুলিতে ১০ লক্ষের বেশি জনসংখ্যা আছে, সেই সব শহরগুলিতে অবশ্যই ডিজেল গাড়ি নিষিদ্ধ করা উচিত। তার পরিবর্তে বৈদ্যুতিন ও গ্যাসচালিত যানবাহন ব্যবহারের জন্য মানুষকে উৎসাহিত করতে হবে। কমিটির প্রধান তরুণ কাপুর আরও জানিয়েছেন, ২০২৪ থেকেই ডিজেলচালিত বাসগুলি নিষিদ্ধ করা উচিত। তেল মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের শহরগুলিতে শুধু ইলেকট্রিক বাস থাকবে। ২০২৪ সাল থেকেই শহরাঞ্চলে পরিবহণের জন্য ডিজেল চালিত বাসগুলির নথিভুক্তকরণ বন্ধ করা হবে।

ইলেকট্রিক মোবিলিটির প্রসারে, কমিটি ২০২৪ থেকে শুধুমাত্র বৈদ্যুতিন বাসের নিবন্ধনের সুপারিশ করেছে। কমিটি আরও বলেছে যে মাল পরিবহনের জন্য রেলওয়ে এবং গ্যাসচালিত ট্রাকের সর্বাধিক ব্যবহার করা উচিত। একইসঙ্গে, আগামী দুই-তিন বছরের মধ্যে রেলওয়ে নেটওয়ার্ক সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক করার কথাও বলা হয়েছে।

কমিটি সুপারিশ করেছে, দূরপাল্লার বাসেও বৈদ্যুতিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা উচিত। এই অদলবদলে যে ১০ থেকে ১৫ বছর সময় লাগবে, সেই সময়ের জন্য বিকল্প জ্বালানি হিসেবে গ্যাস ব্যবহার করা উচিত। ভারত বিশ্বের সর্বাধিক গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনকারী দেশগুলির অন্যতম। ২০৭০ সালের মধ্যে শূন্য কার্বন নির্গমনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য, দেশে পুনর্নবিকরণযোগ্য শক্তি থেকে মোট বিদ্যুত চাহিদার ৪০ শতাংশ উৎপাদন করা প্রয়োজন। দেশে ডিজেল খরচের ৮০ শতাংশ হয় পরিবহণ ক্ষেত্রে। কমিটির সুপারিশ, ভারতের ভূগর্ভস্থ গ্যাস ভান্ডারের দিকেও নজর দেওয়া উচিত।

৬ বার পরীক্ষায় ডাহা ফেল, অবশেষে দেখা মিলল সাফল্যের

চাকরি পেয়ে চমকে দিলেন দুধ বিক্রেতা

নাগৌর: জীবনে নিজের লক্ষ্যে স্থির থাকলে যে সাফল্য অর্জন করা যায়, তার প্রমাণ দিলেন নাগৌরের এক ব্যক্তি। দীর্ঘ ৬ বছর কঠোর পরিশ্রম করে অবশেষে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছলেন ওই যুবক। টানা ৬ বছর ধরে সরকারি চাকরির পরীক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু কোনোবারই পাস করতে পারেননি, এত বছর পর সরকারি চাকরি পেয়ে সাফল্য অর্জন করলেন নাগৌরের ওই যুবক। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্কুল শিক্ষক হিসেবে চাকরি পেয়ে সকলকে চমকে দিয়েছেন শেখর ঝিঁঝা।

নাগৌরের আথিয়াসান গ্রামের বাসিন্দা শেখর ঝিঁঝা। বাড়ির অবস্থাও খারাপ ছিল। অর্থনৈতিক অবস্থার কারণেই মাঝপথেই পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি। তারপর দুধ বিক্রির কাজ শুরু করেছিলেন। ২০১৬ সালে, তার ছোটো ভাইয়ের কথা শুনে আবারও পড়াশোনা শুরু করেন। শেখরের পরিবারের আর্থিক অবস্থা কখনোই সেরকম ভালো ছিল না। শেখরের দশম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া হয়েছিল গ্রামের স্কুলেই। তারপর শেখরের বাবা তাকে আরও পড়াশোনার জন্য নাগৌরের স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। বিজ্ঞান এবং গণিত নিয়ে শেখর একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী পাশ করে। স্কুলের পড়াশোনা শেষ করার পর শেখর আরও পড়াশোনার জন্য দুধ বিক্রি করতে শুরু করেন। যাতে পড়াশোনার খরচটা উঠে আসে। তবে শুধু দুধ বিক্রি নয়, পাশাপাশি অন্যান্য কাজও করতে শুরু করেন। যাতে বিএড-টাও পড়তে পারেন।

শেখর জানিয়েছেন, 'পড়াশোনার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার পর আমি আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু ভাই আবার লেখাপড়া শুরু করার অনুপ্রেরণা দেয়। তারপর আবারও শুরু করি পড়াশোনা। আমি স্কুল শিক্ষক হওয়ার আগে ৬টি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়েছিলাম কিন্তু কোনওবারই সাফল্য পাইনি, বারবারই ফেল করেছি। বারবার পরীক্ষা দিয়েও সাফল্য না পাওয়ায় হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। সেই সময় আমার ভাই এবং আমার বন্ধুর ক্রমাগত অনুপ্রেরণার কারণে আমি পড়াশোনা চালিয়ে যাই। এবং নিজের চেষ্টার ৬ বার ফেল করার পর এবার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্কুলশিক্ষক হিসেবে চাকরিতে যোগদান করেন।

একসময়ে ভিড়ে থিকথিক করত, এখন কোথায় পর্যটক

আলিপুরদুয়ার: চলছে গরমের ছুটি।এর মধ্যে পর্যটকদের দেখা নেই চিলাপাতার জঙ্গলে।পর্যটকদের দেখা না মেলায় মাথায় হাত পর্যটন ব্যবসায়ীদের। ডুয়ার্সের যত জঙ্গল রয়েছে তার মধ্যে চিলাপাতাকে সবচেয়ে গভীর জঙ্গল বললে ভুল হবে না। এই জঙ্গলে পর্যটকদের ভিড়ও খুব বেশি হয় না। সেই কারণেই হয়তো জঙ্গলের মধ্যে শান্তি অনুভূত হয়।

ডুয়ার্স সফরে গিয়ে সকলে সবার আগে ছুটে যান গরুমারা, জলদাপাড়া, হলং, জয়ন্তীতে। চিলাপাতা ফরেস্টে খুব বেশি মানুষের আনাগোনা হয় না। ডুয়ার্সের এই জঙ্গল যাত্রা অতি মনোরম, আদিম আর বন্যতায় ভরা।

তোর্সা নদীর পাড়ে রয়েছে এই চিলাপাতা ফরেস্ট। এছাড়াও অনেক ছোটো বড়ো নদী রয়েছে। চিলাপাতার গহীন জঙ্গলের সবটা একদিনে দেখে শেষ করা যায় না। এতটাই বড় এই জঙ্গল।

সরকারি স্কুলগুলিতে গরমের ছুটি শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু চিলাপাতায় পর্যটকদের দেখা মিলছে না।এদিকে গরমের ছুটিতে পর্যটকদের উপচে পড়ার আশা নিয়ে রয়েছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। সাজানো হয়েছে জঙ্গল সংলগ্ন হোম স্টে, হোটেলগুলিকে।চিলাপাতায় বরাবরই তেমন পর্যটকদের দেখা না মিললেও, পর্যটক শূন্য একেবারেই থাকেনি চিলাপাতা। পর্যটন ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, 'তারা আশা ছাড়ছেন না। বেসরকারি স্কুলগুলিতে গরমের ছুটি শুরু হলেই পর্যটকেরা আসবেন চিলাপাতায়। হয়তো পরবর্তী এক সপ্তাহের মধ্যে ঘুরে যাবে সমগ্র চিত্র।'

বাংলায় নিষিদ্ধ 'দ্য কেরালা স্টোরি' সরকারের তীব্র সমালোচনা বাম-বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি: 'আমরা রাজ্যের সিদ্ধান্তকে ধিক্কার জানাই। পরিচালক একটি সিনেমা করেছেন কিছু সত্যের ভিত্তিতে। বামপন্থীদের তৈরি করা শধ এই লাভ জিহাদ। দেশের সব মুসলিম আইসিস নয়। ভোটের স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত। শিল্পের উপর চরম আঘাত। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই। অতীতে লজ্জাকে কেন্দ্র করে যা হয়েছিল, আজকেও একই সিদ্ধান্ত।' বাংলায় দ্য কেরালা স্টোরি নিষিদ্ধ করা নিয়ে তীব্র তোপ দাগলেন বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য। ওদিকে সিপিআইএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'এই নিষিদ্ধ করা একটি স্বৈরতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত। কোনো শিল্প তা যতই অসত্য তথ্যের ভিত্তিতে হোক না কেন, তাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আদতে প্রচার পাইয়ে দেওয়া। বরং যেটা প্রদর্শিত হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে পাল্টা তথ্য রাখা-ই ভালো। কেরালা সরকার কিন্তু নিষিদ্ধ করেনি। পাল্টা বিতর্ক না করে সরাসরি নিষিদ্ধ করে দেওয়া একটি আরএসএস কৌশল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেইপথেই হাঁটলেন।'

অপপ্রচার বন্ধ করতে কড়া অবস্থান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সিনেমা চলাকালীন রাজ্যে হিংসা ছড়াতে পারে, এমন অভিযোগ দায়ের হওয়ার পরই পশ্চিমবঙ্গে দ্য কেরালা স্টোরিকে নিষিদ্ধ করার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'বিকৃত তথ্য দিয়ে সিনেমা তৈরি হয়েছে। একটি সম্প্রদায়কে নিয়ে সিনেমা তৈরি করা হয়েছে। বাংলাতেও বেঙ্গল ফাইলস তৈরি

করতে চাইছে।' এ রাজ্যে আর দেখানো হবে না 'দ্য কেরালা স্টোরি'। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, বিরোধীদের চিন্তাভাবনা এবং মতামত বুলডোজ করার চেষ্টা করছে বিজেপি। কিন্তু এই প্রথমবার কোনও ছবি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনের তরফেও।

এই সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা করেছে বিজেপি শিবির। মুখ্য সচিবকে ইতিমধ্যেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, রাজ্যের সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ থেকে এই ছবি নামিয়ে নেওয়ার। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলা হয়েছে, 'রাজ্যে শান্তি ও সৌহার্দ্য বজায় রাখতে পশ্চিমবঙ্গে 'দ্য কেরালা স্টোরি' চলচ্চিত্রটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। এই সিনেমায় যেসব দৃশ্য দেখানো হয়েছে তা রাজ্যের শান্তিশৃঙ্খলার পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে আশঙ্কা করে কলকাতাসহ সব জেলাতে এই ছবির প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হল। শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতেই রাজ্য প্রশাসনের এই সিদ্ধান্ত।' কেরলের ভিন ধর্মাবলম্বী, মূলত হিন্দু ও খ্রিস্টান মেয়েদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করে জঙ্গি গোষ্ঠী আইসিস-এ যোগদান করানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ছবির কাহিনি লেখা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বিতর্কের মাঝেই ৫মে মুক্তি পেয়েছে 'দ্য কেরালা স্টোরি'। কেরলের বিভিন্ন জেলায় এই ছবির স্ক্রিনিং বাতিল করা হয়েছে। তবে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম নয়। তামিলনাড়ুতেও এই ছবি প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হয়েছে আগেই। প্রসঙ্গত, ট্রেলার মুক্তির পর থেকেই এই ছবি ঘিরে উত্তাল হয় সোশ্যাল মিডিয়া। ছবির মাধ্যমে বিদ্বেষমূলক মানসিকতা ছড়ানোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ।

প্রার্থী বাছাইয়ের ভোটগ্রহণে বিশৃঙ্খলা

ব্যালট বক্স নিয়ে দৌড় তৃণমূল-কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: বুথ থেকে ব্যালট বাক্স নিয়ে পালিয়ে গেলেন তৃণমূল কর্মীরা। মুর্শিদাবাদের বড়ঞা থানার কুলির নবজোয়ার ক্যাম্পে চরম বিশৃঙ্খলা তৈরি হল ভাট গ্রহণে। একের পর এক তৃণমূলের ভোট গ্রহণ কর্মসূচিতে বিশৃঙ্খলার ঘটনায় প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে বিরোধীরা। তৃণমূলের নব জোয়ার কর্মসূচিতে প্রার্থী নির্বাচনের ভোট গ্রহণে চরম বিশৃঙ্খলা মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা ব্লকের কুলিতে। সোমবার জেলার মোট ৯০টি পঞ্চায়েতের প্রার্থী নির্বাচনের জন্য ভোট গ্রহণ করা হয়। ভোট গ্রহণের ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটে।

এদিন ভরতপুর ব্লকের জজান পঞ্চায়েতের বুথে ভোট গ্রহণের সময় ব্যালট বক্স নিয়ে পালিয়ে যায় দলেরই কর্মীরা। ভোটার লিস্ট নিয়ে গণ্ডগোলের জেরে তাঁবু ছেড়ে পালিয়ে যায় পাঁচথুপি পঞ্চায়েত এলাকার একাংশের তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব সহ কর্মীরা।

বড়ঞা পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল সদস্য রুণু ঘোষের দাবি, "ফোন গিয়েছিল ভোট দেওয়ার জন্য। কিন্তু লিস্টে সেই সব নাম নেই।" নাম না থাকার কারণেই বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কর্মীদের একাংশ। তৃণমূলের কর্মীদের একাংশ দাবি করতে থাকে, তালিকায় অনেক জায়গাতেই বাম, কংগ্রেস, বিজেপি কর্মীদের নাম চলে এসেছে। অথচ, সেখানে স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের নাম নেই। এলাকার পুরনো তৃণমূল কর্মীদের নাম বাদ পড়েছে তালিকা থেকে বলে দাবি তাঁদের।

তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে মাঠে নামেন তৃণমূল নেতৃত্ব। তাতেও বিক্ষোভ আটকানো যায়নি। শেষমেষ পুলিশকে আসরে নামতে হয়। পুলিশের সঙ্গেও তৃণমূল কর্মীদের একাংশের প্রচল ধস্তাধস্তি শুরু হয়। ভোট গ্রহণের সময় চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় ভরতপুর ব্লকের আলুগ্রাম বুথেও। ভুয়ো ভোটার ইস্যুতে ভোট গ্রহণে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় কুলি পঞ্চায়েতের বুথেও। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় বীরভূমের মুরারইয়েও।

বারবার ব্যালট বিশৃঙ্খলা নিয়ে চরম অস্বস্তিতে জেলা তৃণমূল নেতারা। অভিষেকের কাছে ধমকও খেয়েছেন তাঁরা। এর আগেও একাধিক জায়গায় ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে অশান্তি হয়। কোচবিহারের সিতাই এলাকার গোসানিমারি এলাকা থেকে ভোট গ্রহণে বিশৃঙ্খলার ঘটনা লক্ষ্য করা হয়।

কল আছে জল নেই, চরম দুর্দশায় আদিবাসী মানুষেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: কল আছে জল নেই, নেই থাকার মতো নিরাপদ জায়গা। খোঁজ নিতে আসেন না জনপ্রতিনিধি। চরম দুর্দশায় দিন কাটছে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের। নদিয়ার শান্তিপুর থানার বেলঘড়িয়া এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের চাপাতলা এলাকার বাসিন্দাদের পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে হাজারো অভিযোগ। সময় হয়েছে পঞ্চায়েত নির্বাচনের। বিগত পাঁচ বছরে মানুষ কতটা পরিষেবা পেল তা নিয়েই প্রতিক্রিয়া নেওয়া হয়েছিল এলাকার মানুষের। বেলঘড়িয়া এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের চাপাতলা এলাকায় রয়েছে আদিবাসী গ্রাম। এখনও করুণ চিত্র দেখা গেল ওই গ্রামে। হাতে গোনা কয়েকজন আবাস যোজনার ঘর পেলেও অধিকাংশ মানুষ এখনও ভাঙা ঘরে বসবাস করেন। ঝড় বৃষ্টির মধ্যে আতঙ্কে দিন কাটে তাদের। বৃষ্টি হলেই ঘরের মধ্যে জল পড়ে। দিন আনা দিন খাওয়া সংসারে জলটুকু কিনে খেতে হয়। কারণ এলাকায় জলের লাইনের কল বসানো হলেও সেটা দিয়ে জল পড়ে না।

এলাকার বাসিন্দারা বলেন, ভোট আসলেই পঞ্চায়েত সদস্যদের দেখা পাওয়া যায়। ভাঙা ঘরে আমাদের দিন কাটাতে হয়। ঝড় বৃষ্টিতে চরম আতঙ্কের মধ্যে থাকি। খাবার জলটুকু আমাদের নেই। পঞ্চায়েতে তরফে কলের লাইন দেওয়া হয়েছে কিন্তু প্রায় বছর ধরে জল আসে না। পঞ্চায়েত সদস্যদের কখনো খোঁজ নিতে আসেন না। তীব্র পানীয় জল কষ্টে ভুগছেন তারা। জলের লাইন বসানো হয়েছে কিন্তু জল আসে না। সবথেকে আগে জল, স্বাস্থ্য এবং কর্মের ব্যবস্থা করা উচিত। তিনি বলেন দু'চারটে রাস্তা হলেও পঞ্চায়েত এলাকার প্রধান রাস্তাগুলো বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে। স্বাস্থ্য বজায় রাখতে হলে আগে বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রয়োজন। অবিলম্বে পঞ্চায়েতের তরফ থেকে পানীয় জলের পরিষেবা সকলের বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছানো উচিত। বেলঘড়ি এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপক মণ্ডল। তিনি বলেন, পাঁচ বছরে সব দিক থেকেই যথেষ্ট উন্নয়ন হয়েছে।

ময়না-য় মৃত্যু ৩০০ মৎস্যচাষির! বিস্ফোরক তথ্য দিলেন অধিকর্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি: অন্ধ্রপ্রদেশের মাছের উপর নির্ভরতা কাটাতে বেশ কয়েক বছর আগে রাজ্যে 'ময়না মডেল' চালু করেছিল মৎস্য দফতর। ময়নায় ব্যাপক হারে মিষ্টি ও নোনা জলে মাছচাষ শুরু হয়। রুই, কাতলা, মৃগেলের মতো মিষ্টি জলের মাছ, গলদা, বাগদা, ভেনামির মতো চিংড়ির চাষ হয়।

সেই ময়নায় গত এক বছরে ৩০০ মৎস্যচাষির মৃত্যুর খবরে তোলপাড় পড়ে গিয়েছে। অভিযোগ, অতিরিক্ত রাসায়নিক ব্যবহারের কারণে হৃদরোগ ও ক্যানসারে চাষিদের মৃত্যু হয়েছে। ইতিমধ্যেই মৎস্যাও দফতরের রাজ্যের কর্তারাও বিষয়টি নিয়ে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে। জেলা মৎস্যা দফতর সূত্রে খবর, বিষয়টি আদতে ঠিকই নয়। সরকারি নথি, অন্যান্য মৎস্য চাষিরাও তা জানিয়েছেন।

একটি প্রথম শ্রেণির দৈনিকে প্রথম প্রকাশিত হয়, গত এক বছরে ময়না ব্লকে ৬০ বছরের নীচে তিনশো মৎস্যজীবীর মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের পরিবারকে নিয়মমাফিক আর্থিক সাহায্যও তুলে দিয়েছে কৃষি দফতর। মৃতদের মধ্যে অধিকাংশই হৃদরোগে-ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছেন। অতিরিক্ত রাসায়নিক ব্যবহারের কারণে মৃত্যুর হার এতটা বেড়েছে বলেছে বলে জানা যায়। ওই রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসতেই গোটা ময়নায় তোলপাড় পড়ে যায়। শুধু ময়না নয়, মাছ চাষিদের যদি এই হাল হয়, মাছ খেয়ে সাধারণ মানুষের কী হবে, তা নিয়ে সোশ্যাল মাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়।

মাছের খাবারের মধ্যে ফ্লোরাইড, আর্সেনিক, সীসা-সহ আরও বেশ কিছু মেশানো হয়ে থাকে। লক্ষ্য, দ্রুত মাছ বড় করা। ক্ষতিকারক রাসায়নিক মেশানোয় জমির পিএইচ মাত্রা অস্বাভাবিক হচ্ছে। ভূগর্ভস্থ জলস্তর এই মুহূর্তে 'ক্রিটিক্যাল' জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে এই ব্লক। মাটির জলও যে অনেকটাই বিষাক্ত হয়ে গিয়েছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ময়নার ব্যাপক হারে মাছ চাষের জন্যই শুরু হয় ময়না মডেল। এই এলাকায় নীচু জমিতে মাছের চাষ করেন মৎস্যজীবীরা। ৪-৫ হেক্টর আয়তনের পুকুরে মাছ চাষ হয়। পুকুরের গভীরতা ১-২ মিটার হলেই চলে। ১০০ থেকে ২০০ গ্রাম ওজনের ছোট ছোট মাছ পুকুর থেকে নিয়ে ছাড়া হয় বড় জলাশয়ে। সেখানে অক্সিজেনের জোগান বেশি পেয়ে মাছেদের বৃদ্ধি তাড়াতাড়ি হয়।

জেলার সহ মৎস্য অধিকর্তা সৌরিন্দ্রনাথ জানা বলেন, '৩০০ জন মৎস্য চাষির মৃত্যুর বিষয়টি একেবারেই ভুল। আমরা দফতরকে বিষয়টি জানিয়ে প্রয়োজনীয় রিপোর্ট পাঠিয়েছি।' দফতরের এক কর্তা বলেন, এক বছরে চাষি মৃত্যুর তথ্য-পরিসংখ্যান ঠিক, তবে তাঁরা সবাই মৎস্য চাষি নয়। কিন্তু, রাসায়নিক ব্যবহারের কারণে মৃত্যুর বিষয়টি খতিয়ে দেখতে হবে।

মহানবি সা.-এর শানে দরুদ পাঠের গুরুত্ব

আল্লাহ ও নবির নাম একত্র উচ্চারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হল সালাত (দরুদ) ও সালাম। প্রত্যেক সালাত ও সালামে আল্লাহর নবির জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে। এ কারণে সালাত ও সালাম যেমন রাসূলে কারীম সা.-এর হক আদায়ের একটি সেরা আমল তেমনি সেটি দুয়া ও প্রার্থনার সর্বোত্তম পদ্ধতি হিসেবে অনেক বড় ইবাদত। আর সে কারণেই কোনও ব্যক্তি যদি ওজিফা ও দৈনন্দিন যিকির, আজকারের সবটুকু সময় সালাত ও সালামের আমলে ব্যয় করে তবে সে আল্লাহর ইবাদতে এবং আল্লাহর যিকিরেই মশগুল রয়েছে বলা হবে।

মাওলানা মুহাম্মাদ আধুল মালেক

রাসূলে কারীম সা.-কে আল্লাহতায়ালা অজস্র বৈশিষ্ট্য আর মর্যাদা এবং গুণ ও সৌন্দর্যে ভূষিত করেছেন। তাঁর নাম ও সুনামকে করেছেন সমুন্নত। বলেছেন, ‘‘হে নবি আমি কি আপনার নামকে বুলন্দ করিনি?’’ (সূরা আলাম নাশরাহ— ৪)

কতভাবে আল্লাহ তাঁর নবির নামকে বুলন্দ করেছেন এবং কী কী উপায়ে তাঁর মান মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন সে এক দীর্ঘ বহর। তবে সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, তাঁর সম্মান বৃদ্ধি ও সুনাম প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ নবির নামকে নিজের নামের সাথে উল্লেখ করেছেন, তাঁর আনুগত্যকে নিজের আনুগত্য আখ্যায়িত করেছেন এবং তাঁর অনুসরণ-অনুকরণকে আল্লাহর মাহবুব ও প্রিয় পাত্র হওয়ার উপায় বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

ইমানের কালিমা থেকে আরম্ভ করে নামাযের তাশাহুদ ও দরুদ, আযানের বাক্যসমূহ থেকে নিয়ে দাফনের দুয়া-কালাম, ঊর্ধ্বজগত থেকে নিয়ে পার্থিব জগত এবং রূহের জগতে শপথ গ্রহণের সময় থেকে নিয়ে কবর-হাশর এবং বরযখ ও আখিরাত পর্যন্ত সকল জায়গায়, সব ক্ষেত্রে নবির নামকে আল্লাহ নিজের নামের সঙ্গে একত্রে উল্লেখ করেছেন।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু-এর সঙ্গে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, ওয়া আশহাদু আল্লা ইলাহা এর সঙ্গে ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ও রাসূলুহু, বিসমিল্লাহ-এর সঙ্গে ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ, মার রাববুকা-এর সাথে মান হাযার রাজুলকে এমনভাবে যুক্ত করা হয়েছে যে, একটি অপরটি থেকে আলাদা হওয়ার কোনওই অবকাশ নেই।

আল্লাহ ও নবির নাম একত্র উচ্চারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হল সালাত (দরুদ) ও সালাম। প্রত্যেক সালাত ও সালামে আল্লাহর নবির জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে। এ কারণে সালাত ও সালাম যেমন রাসূলে কারীম সা.-এর হক আদায়ের একটি সেরা আমল তেমনি সেটি দুয়া ও প্রার্থনার সর্বোত্তম পদ্ধতি হিসেবে অনেক বড় ইবাদত। আর সে কারণেই কোনও ব্যক্তি যদি ওজিফা ও দৈনন্দিন যিকির, আজকারের সবটুকু সময় সালাত ও সালামের আমলে ব্যয় করে তবে সে আল্লাহর ইবাদতে এবং আল্লাহর যিকিরেই মশগুল রয়েছে বলা হবে।

সালাত ও সালাম বা দরুদ শরিফের সৌন্দর্য ও তাৎপর্যের মধ্যে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, এতে একই সাথে আল্লাহর ইবাদত, রাসূলুল্লাহ সা.-এর হক আদায়, উভয়ের প্রতি ভালোবাসায় দৃঢ়তা, ইত্তেবায়ে সুন্নতের তাওফীক, আল্লাহ ও রাসূলের শোকরগোজারি, উভয়ের সন্তুষ্টি অর্জন, হাশরের ময়দানে নবিয়ে কারীমের সুপারিশ লাভ ও নিজের উন্নতি ও মরতবা বৃদ্ধির সবকিছুই নিহিত রয়েছে। এর বেশি আর কী চাই যে, নবীয়ে কারীমের প্রতি সালাত (দরুদ) ও সালামের বদৌলতে স্বয়ং আল্লাহ দরুদ পাঠকারী উম্মতের ওপর সালাত (রহমত) ও সালাম (শান্তি) বর্ষণ করেন!

সালাত ও সালামের দ্বারা দ্বীন ও ইমান, দুনিয়া-আখিরাত এবং যাহের ও বাতেনের বহুবিধ কল্যাণ সাধিত হয়। এর মাঝে বহু হেকমত আর রহস্য লুকায়িত আছে। রয়েছে বহু শিক্ষা। সবচেয়ে বড়ো শিক্ষা এই যে, এতে চিন্তা-ভাবনা করলে মানুষের মাঝে বিনয় ও আল্লাহমুখিতার দৌলত নসীব হয়।

নামাযে পঠিত দরুদ শরীফ তো মাশাল্লাহ সবার মুখস্থ আছে। এছাড়াও ছোট-বড় বিভিন্ন দরুদ শরিফ হাদিস ও সীরাত গ্রন্থে এবং সালাত ও সালামের ওপর লেখা পুস্তকে পাওয়া যায়। যার জন্য যে দরুদ সহজ মনে হয় যাওক-শাওকের সাথে প্রতিদিন নিয়মিত পড়া উচিত।

মহানবি সা.-এর পবিত্র হাতের স্পর্শে চোখ ভালো হয়ে যায় যে সাহাবির

মাওলানা মুহিউদ্দীন হাতিয়ূভী

রসুল সা.-এর সঙ্গে ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন সম্মানিত সাহাবি কাতাদাহ রা.। তাঁর উপনাম ছিল আবু আমর বা আবু আবদুল্লাহ। তিনি ছিলেন নোমান ইবনে জায়েদের সন্তান। তিনি তীর চালনায় দক্ষদের একজন ছিলেন। প্রসিদ্ধ সাহাবি আবু সাঈদ আল-খুদরি রা. ছিলেন তাঁর বৈপিত্রেয় ভাই। (অর্থাৎ উভয়ের মা এক, পিতা ভিন্ন।) রিফাআহ ইবনে জায়েদ রা. তাঁর আপন চাচা।

তিনি ছিলেন নবিজির অন্যতম সহযোদ্ধাদের একজন। বদর, ওহুদ, খন্দক সহ সব যুদ্ধে শরিক ছিলেন। মক্কা বিজয় অভিযানে ‘বনু যফর’ গোত্রের পতাকাটি তাঁর হাতে ছিল। (আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা— ৩/৩৪৫;৩৪৬; সিয়ারু আলামিন নুবালা— ৪/১২)

ওহুদ যুদ্ধে প্রতিপক্ষের একটি তীর তাঁর চোখে বিদ্ধ হয়। ফলে গোটা চোখ স্বস্থান থেকে বেরিয়ে গালের ওপর ঝুলে পড়ে। আহত অবস্থায় চলে গেলেন রসুল সা.-এর কাছে। রসুল সা. নিজ হাতে তা স্বস্থানে বসিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল। এই চোখ নিয়ে তিনি জীবনের শেষ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন এবং এই চোখটি অপর চোখ অপেক্ষা অধিক সুন্দর ও জ্যোতিসম্পন্ন ছিল। (আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা— ৩/৩৪৫-৩৪৬, সিয়ারু আলামিন নুবালা— ৪/১২)

নবিজি সা.-এর সহযোদ্ধা এই সাহাবি দ্বিতীয় খলিফা উমর রা.-এর খেলাফত আমলে ২৩ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৬৫ বছর। খলিফা উমর রা. তাঁর জানাজা পড়ান। কবরে রেখেছেন তাঁর ভাই আবু সাঈদ খুদরি রা., মহম্মদ ইবনে মাসলামাহ রা. ও হারেস ইবনে খাযামাহ রা.। (আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা— ৩/৩৪৬, মুখতাসার তারিখে দিমাশক — ২১/৭৩, মিশকাত আসমাউর রিজালগ্ন ৬১৩, সাহাবায়ে কেরামের আলোকিত জীবন, ৪১৯)

নিয়মিত দান করলে যে সুফল পাওয়া যায়

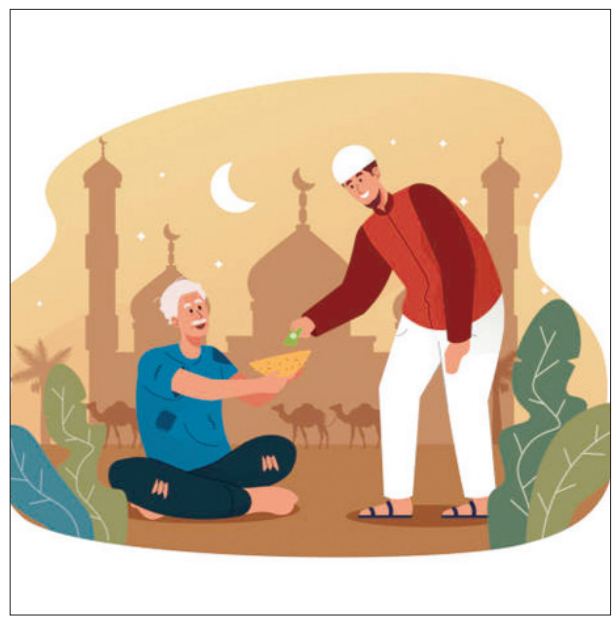

হাদিস থেকে আয়-রোজগারের নির্দিষ্ট পরিমাণ নিয়মিত দানের বিষয়টি স্পষ্ট হয়। তা ছাড়া দানকারী ব্যক্তির জন্য প্রতিদিন এক ফেরেশতা কল্যাণের দোয়া করেন। হাদিসে এসেছে, আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসুল সা. ইরশাদ করেছেন, “প্রতিদিন সকালবেলা দুজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। তাদের একজন দোয়া করেন, হে আল্লাহ আপনি দানকারীকে প্রতিদান দিন।

তালহা হাসান

মহান আল্লাহ বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা। তিনি সব সৃষ্টির নিয়ন্ত্রক। তাই মানুষ আল্লাহর নির্দেশনা সুষ্ঠুভাবে পালন করলে তিনি মানুষকে উত্তম প্রতিদান দেন এবং জীবন-জীবিকার প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করেন। ইরশাদ হয়েছে, ‘‘খাবারের প্রতি আসক্তির পরও তারা (মুমিনরা) আহার করায় অভাবগ্রস্ত, এতিম ও বন্দিদের। (তারা বলে) আমরা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তোমাদের আহার করাচ্ছি, আমরা তোমাদের কাছ থেকে কোনও প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কিছুই চাই না।’’ (সূরা দাহর, আয়াত— ৮-৯)

আল্লাহর নির্দেশনা অনুসরণ করে মানুষ অন্যের যথাযথ অধিকার পূরণ করলে আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করেন। অনেক ক্ষেত্রে অলৌকিকভাবে তাদের চাহিদা মেটানো হয়। যেমন,হাদিসে এক ব্যক্তির নাম ধরে তার বাগানে পানি বর্ষণের কথা এসেছে। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসুল সা. ইরশাদ করেছেন, ‘‘এক লোক নিজ ভূমিতে কাজ করছিল। এমন সময় সে মেঘকে বলতে শোনে, অমুকের বাগানে পানি দাও। এরপর সেই মেঘ চলে যায় এবং একটি প্রস্তর ভূমিতে পানি সংরক্ষণ করে। অতঃপর একটি নালা দিয়ে সেই পানির প্রবাহ শুরু হয়। সেই লোক ওই পানির পেছন পেছন চলতে থাকে। তখন এক ব্যক্তিকে এক বাগানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। সে নিজের কোদাল দিয়ে পানির গতি পরিবর্তন করে দিচ্ছিল। পানির পেছনে আসা ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর বান্দা, তোমার নাম কী? তখন সে ওই নাম বলল যা মেঘের আওয়াজে শোনা গিয়েছিল।

এরপর সে পাল্টা প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর বান্দা, আপনি আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন কেন? তখন সেই ব্যক্তি বলল, আমি এই মেঘের আওয়াজে আপনার নাম শুনেছি, যেখান থেকে এখন বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে। তখন মেঘের মধ্যে আপনার নাম ধরে বলতে শোনা যায়, অমুকের বাগানে পানি সিঞ্চন করো। আচ্ছা, আপনি এখানে কী করেন? আপনি যেহেতু জিজ্ঞাসা করেছেন তাই বলছি। আমি এই জমির উৎপন্ন ফসলকে কয়েক ভাগ করি। আমি এর এক তৃতীয়াংশ দান করি। এক তৃতীয়াংশ আমার ও পরিবারের জন্য খরচ করি। আর বাকি এক তৃতীয়াংশ এই জমিতে চাষ করি। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আমি এক তৃতীয়াংশ অসহায়, ভিক্ষুক ও পথচারীদের জন্য খরচ করি।’’ (মুসলিম, হাদিস— ২৯৮৪)

উল্লিখিত হাদিস থেকে আয়-রোজগারের নির্দিষ্ট পরিমাণ নিয়মিত দানের বিষয়টি স্পষ্ট হয়। তা ছাড়া দানকারী ব্যক্তির জন্য প্রতিদিন এক ফেরেশতা কল্যাণের দোয়া করেন। হাদিসে এসেছে, আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসুল সা. ইরশাদ করেছেন, ‘‘প্রতিদিন সকালবেলা দুজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। তাদের একজন দোয়া করেন, হে আল্লাহ আপনি দানকারীকে প্রতিদান দিন। অন্যজন বলেন, হে আল্লাহ, আপনি কৃপণকে ধ্বংস করে দিন।’’ (সহিহ বুখারি, হাদিস— ১৪৪২)

মূলত আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের সব কাজের দায়িত্বশীল। যারা তাঁর নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করে তিনি তাদের সব প্রয়োজন পূরণ করেন। ইরশাদ হয়েছে, ‘‘যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার পথ করে দেন। এবং তিনি এমন উৎস থেকে তাকে রিজিক দান করেন, যা সে কল্পনাও করেনি। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ অবশ্যই তার ইচ্ছা পূরণ করবেন...।’’ (সূরা তালাক, আয়াত— ২-৩)

আল্লাহ আমাদের সবাইকে যথাযথভাবে তাঁর নির্দেশনা পালনের তওফিক দিন।

দ্য ভয়েস অব লিটারেচার

কবিতা ও ছড়া

ঘুমিও না আর

ডাঃ নূরুল ইসলাম মোল্লা

মোয়াজ্জিনের আজান শুনে
ঘুমিও না আর ভাই
দ্বীন দুনিয়ার ভালাইটা তো
আমরা সবাই চাই।

দুনিয়ার এই লোভ লালসায়
ডুবেই যদি থাকি
আখেরাতের সকল শান্তি
দেবেই তোমায় ফাঁকি।

জীবন তো নয় শেষ এখানে
স্থান বদলের পালা
নেকি কেনা কমটা হলেই
আছে কঠিন জ্বালা।

এ জগতে ফসল ফলাও
নেকি কেনার স্থান
নবির দামান ধরতে হবে
তবেই পরিত্রাণ।

এসো সবাই তৌওবা করি
ধরি সরল পথ
ক্ষমা করে দেবেন খোদা
পুরবে মনোরথ।

সবার সাথে মিশতে

মহসীন মল্লিক

নীল আকাশের নেই সীমানা
ইচ্ছে মতোই উড়ছে
লক্ষ কোটি সূর্য তারার
তপ্ত আগুনে পুড়ছে।

তবুও দ্যাখো তার গায়েতে
আগুন ধরেছে কই?
সীমাহীনতার উদার আঁচল
দেখেই অবাক হই।

আকাশ-মরু-সাগর-নদী
যে যার মতো চলতে পারে
আমরা কেন তাদের মতো
উদার হতে পারি নারে।

সবাই আমরা হব উদার
মনকে করলে পরিষ্কার
সবার সাথে মিশতে পারার
ওষুধ করো আবিষ্কার।

ইচ্ছে

রূপা বাগ

আকাশ ভারী মেঘলা
যেয়ো নাকো একলা।
আমায় পাখি সঙ্গে নিয়ো
বন্ধু করে হাত বাড়িয়ো।

তোমার মতো উড়ে যাব
নতুন পথের দিশা পাব।
কিচিরমিচির শব্দ করে
ফলটি খাবো পেটটি ভরে।

মেঘের দেশে উড়ে যাব
এক ফালি মেঘ এনে দেব
সাগর তটে উড়ে যাব
লোনা হাওয়ায় প্রাণ মাতাব।

মেলব ডানা পাহাড় চূড়ে
দেখবে ঊষা মাথা নেড়ে।
ঝর্না মাসী দেখবে হাসি
রাধার তরে বাজবে বাঁশি।

মাটির টানে বাউল হব
একতারাতে সুর মাতাব।
ইচ্ছেগুলো জাগছে মনে
কল্পনাতে আঁকছি রঙে রঙে।

নবির লাগি কাঁদে

আসগার আলি মণ্ডল

আকাশ কাঁদে বাতাস কাঁদে
কাঁদে আসমানের তারা
বৃক্ষ কাঁদে লতা কাঁদে
কাঁদে নবির আশিক যারা।

সাগর কাঁদে নদী কাঁদে
কাঁদে সর্বহারা
মরণ পরে কাঁদবে জেনো
নবির উম্মত যারা।

ফুল কাঁদে ফল কাঁদে
কাঁদে সবুজ জমিন
পাহাড় কাঁদে পর্বত কাঁদে
কাঁদে সাচ্ছা মোমিন।

নবির লাগি কাঁদে সদা
পাপি-তাপি যত
হাসর মাঝে যদি মোছে
গোনা শত-শত।

মঙ্গলে বিষুবরেখার কাছে জলের হদিশ

অসাধ্য সাধন চিনের মার্স রোভারের

নিজস্ব প্রতিনিধি: মঙ্গলে জলের হদিশ পেলেন চিনের বিজ্ঞানীরা। চিনের মার্স রোভার অসাধ্য সাধন করে জানিয়েছে, তারা বিষুবরেখার কাছে জলের প্রমাণ পেয়েছে। এই প্রথম মঙ্গল গ্রহের পৃষ্ঠে প্রথম নজরে আসে এই সুন্দর নির্জন জায়গা। সেখানেই কি না মিলল জলের প্রমাণ!

মঙ্গল গ্রহের পৃষ্ঠে ওই জায়গার মাটি সবথেকে শুষ্ক। বলা যায় মরুভূমির থেকেও শুষ্ক। তাপমাত্রা অত্যধিক, কিন্তু সেখানে বাতাস অবিশ্বাস্যভাবে হালকা এবং বিষাক্ত। এই গ্রহটি যে একসময় অনেক উষ্ণ ও আর্দ্র ছিল এবং এখানে প্রবহমান জল ছিল, তা নিশ্চিত বিজ্ঞানীরা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গল গ্রহের বায়ুমণ্ডল ধীরে ধীরে দূরে সরে যায়, জলের বেশিরভাগই মহাকাশে হারিয়ে যায়। অবশিষ্ট যেটা থাকে তা মূলত হিমবাহী বরফ এবং পারমাফ্রস্ট। তা মেরুর চারপাশে ঘনীভূত হয়ে যায়। চিনের তিয়ানওয়েন ওয়ান মিশনে ঝুরং রোভার জানিয়েছে মঙ্গলে এখনও তরল জল থাকতে পারে।

চাইনিজ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সের নতুন গবেষণা অনুসারে ঝুরং রোভারটি ইউটোপিয়া প্লানিটিয়া অঞ্চলে লবণ-সমৃদ্ধ টিলাগুলি পর্যবেক্ষণ করেছে। সেখানে ফাটল কয়েক লক্ষ বছর আগে জলের সম্ভাব্য উপস্থিতির প্রমাণ দেয়। এই গবেষণার ফল ২৮ এপ্রিল সায়েন্স অ্যাডভান্সে প্রকাশিত হয়। ইউটোপিয়া প্লানিটিয়ার বার্চান টিলাগুলির উপরিভাগে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যবেক্ষণ করে ঝুরং রোভার জানতে পেরেছে এখানে ছিল বিশাল সমভূমি এবং সৌরজগতের সবথেকে বড় প্রভাবশালী অববাহিকা। এই টিলাগুলি হল মঙ্গল গ্রহের উত্তর গোলার্ধের একটি বৈশিষ্ট্য,

যা পৃথিবীর মরুভূমিতে উপস্থিত টিলার মতোই।

ইউটোপিয়া প্ল্যানিটিয়ার দক্ষিণ অংশে টিলাগুলির একটি প্যাচ পর্যবেক্ষণ করার সময় ঝুরং রোভার ভূত্বক, ফাটল, ও উজ্জ্বল বহুভুজ শৈলশিরা লক্ষ্য করে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে বিজ্ঞানীরা জানতে পারেন এখানে খনিজ লবণ তুষার মিশে তরল জলের ছোটো পকেট তৈরি হয়। গবেষক দল মনে করে, এই বৈশিষ্ট্যগুলি ১৪ লক্ষ থেকে চার লক্ষ বছর আগে কোনো সময়ে গঠিত হয়েছিল। এই আবিষ্কারটি আধুনিক মঙ্গল জলবায়ুর আরও আর্দ্র অবস্থার উপর আলোকপাত করে এবং বর্তমান জীবনের লক্ষণগুলির জন্য পর্যবেক্ষণকে অনুপ্রাণিত করে।

২০২১-এর ২২ মে তাইওয়েন ওয়ান ল্যান্ডার মঙ্গলের বুকে নামায় ঝুরং রোভারকে। ২০২২-এর ২০ মে হাইবারনেশনে যাওয়ার আগে মঙ্গল গ্রহের পৃষ্ঠের অন্বেষণে প্রায় এক বছর সময় অতিবাহিত করেছে। যেহেতু এটি শুধুমাত্র মঙ্গল গ্রহের ৯০ দিন কাজ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল। অর্থাৎ পৃথিবীর ৯৩ দিন কাজ করার জন্য। পস্তুত করা হয়েছিল।

মঙ্গলে বইয়ের মতো শিলা!

নাসার কিউরিওসিটি রোভারের আবিষ্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি: মঙ্গল গ্রহে নিত্যনতুন আবিষ্কার হয়েই চলেছে। নাসা তো একের পর এক তথ্য সামনে আনছে। পিছিয়ে নেই চিনা বিজ্ঞানীরাও। সম্প্রতি মঙ্গলের বিষুবরেখার সামনে তরল জলের অস্তিত্বের খোঁজ দিয়েছে চিনের রোভার। তারপরই নাসা বই আকৃতির শিলা আবিষ্কার করে চমকে দিল।

একেবারে বইয়ের মতো দেখতে শিলা! কেউ পড়ার আগে যেভাবে বই খোলা রাখেন, ঠিক সেভাবেই রয়েছে ওই বস্তু। নাসার কিউরিওসিটি রোভার তা আবিষ্কারের পরই চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। কৌতূহল তৈরি হয়েছে নাসার বিজ্ঞানী থেকে শুরু করে মহাকাশপ্রেমীদের মধ্যে। নাসার কিউরিওসিটি মার্স রোভারটি টেরা ফার্ম নামের পাথরের ক্লোজ আপ ভিউয়ের ছবি তুলেছে। এই ছবিটি তোলা হয়েছিল ২০২৩-এর ১৫ এপ্রিল। মঙ্গল গ্রহের হ্যান্ডলেন্স ব্যবহার করে ক্লোজ আপ ভিউ তোলার পর ওই ছবি সামনে আসে। মিশনের ৩৮০০তম মঙ্গল দিবসে একটি বইয়ের খোলা পৃষ্ঠার মতো শিলা আবিষ্কার হয়।

এই শিলাখণ্ডটি প্রায় এক ইঞ্চি বা আড়াই সেন্টিমিটার। একটি অ্যানাগ্লিফে একই চিত্র দেখায়, যা লাল-নীল থ্রি-ডি চশমা দিয়ে দেখা যায়। অস্বাভাবিক আকৃতির শিলাগুলি মঙ্গল গ্রহে স্বাভাবিক বলেই মত বিজ্ঞানীদের। প্রাচীনকালে একটি পাথরের ফাটলের মধ্য দিয়ে জলের স্রোত বা প্রবাহের কারণে ওই শিলা গঠিত হয়েছিল। ওই জলের প্রবাহের সঙ্গে কঠিন খনিজ এসেছিল। বায়ু দ্বারা বালি-বিস্ফোরিত হওয়ার কয়েক বছর পরে নরম শিলায় তা খোদাই করার রূপ নেয়। নাসার জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরি কিউরিওসিটি মিশনের নেতৃত্ব দেয়। কিউরিওসিটি রোভারের রোবোটিক হাতের শেষ প্রান্তে অবস্থিত মার্স হ্যান্ড লেন্স ইমেজার।

ওই মার্স হ্যান্ড লেন্স ইমেজার নামক ক্যামেরা ব্যবহার করে সেলফি তোলা হয়েছে। আরও নানা অদ্ভুত রকমের ছবি তুলে ধরতে সফল হয়েছে ওই মার্স হ্যান্ড লেন্স ইমেজার। কিছুদিন আগেই নাসার মার্স কিউরিওসিটি রোভার পায়ের ছাপের ছবি পেয়েছিল মঙ্গলে। তা নিয়েও শুরু হয়েছিল চর্চা।

ভিনগ্রহীদের খোঁজে হন্যে নাসা

শনির চাঁদে সাপের মতো রোবট

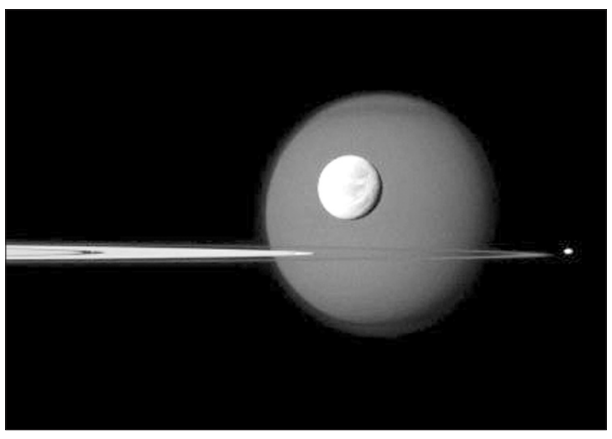

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভিনগ্রহীদের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরছে নাসা। সৌরজগতের অন্য কোনো গ্রহে জীবন রয়েছে কি না তা জানতে চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখছেন না নাসার বিজ্ঞানীরা। এবার জীবনের সন্ধানে শনির চাঁদে তাঁরা রোবট পাঠাল। সাপের মতো রোবট অনুসন্ধান চালাবে শনির চাঁদে।

নাসা এই রোবটিকে এমনভাবেই ডিজাইন করেছে যে শনির চাঁদে পৌঁছে তা বরফের বৈশিষ্ট্যগুলি পরীক্ষা করতে পারে। নাসার মহাকাশ অনুসন্ধানে উৎসাহিত করতে পৃথিবীর দূর গ্রহে কোনো জীবন আছে কি না, তা জানাই লক্ষ্য বিজ্ঞানীদের।ে ই রোবটের নাম দেওয়া হয়েছে ইইএলএস। এই ইইএলএস-এর পুরো কথা হল এক্সোবায়োলজি এক্সট্যান্ট লাইফ সার্ভেয়ার। এই রোবটটি শনির ষষ্ঠ বৃহত্তম চাঁদ এনসেলাডাসের পৃষ্ঠে অবতরণ করবে। ওই উপগ্রহে জল ও জীবন রয়েছে কি না, তার প্রমাণের সন্ধান করবে। নাসার জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরি এই অত্যাধুনিক রোবট তৈরি করেছে।

নাসার জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরি জানিয়েছে, এই ইইএলএস সিস্টেম হল একটি মোবাইল ইন্সট্রুমেন্ট প্ল্যাটফর্ম, যা অভ্যন্তরীণ ভূখণ্ডের কাঠামো অন্বেষণ করতে, বাসযোগ্যতার মূল্যায়ন করতে এবং জীবনের প্রমাণ অনুসন্ধান করতে পারদর্শী। সেইমতোই তৈরি হয়েছে রোবট। এই রোবটটি এমনভাবেই তৈরি যে সমুদ্র, বিশ্বের যেকোনো ভূখণ্ড, তরল মাধ্যম, গোলকধাঁধা পরিবেশ সমস্ত পরিবেশে কাজ করতে পারে। শনির চাঁদ এনসেলাডাসের বরফের পৃষ্ঠটি তুলনামূলকভাবে মসৃণ। এর তাপমাত্রা শূন্যের নীচে। মাইনাস ৩০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট।

বিজ্ঞানীরাও সন্দেহ করছেন, বরফের পৃষ্ঠের নীচে প্রচুর পরিমাণে জল থাকতে পারে। ক্যাসিনি মহাকাশযানের তথ্য অনুসারে, এনসেলাডাসের পৃষ্ঠে তরল জলের স্রোতের দাগ রয়েছে। এই ইইএলএস সিস্টেমের অভিযোজনযোগ্যতা পৃথিবীর বরফ খণ্ডে মার্শাল পোলার ক্যাপ এবং অবরোহী ক্রেভাসগুলিও অন্বেষণ করতে পারে। ইইএলএস হল একটি সাপের মতো স্ব-চালিত রোবট, যাতে অ্যাকচুয়েশন ও প্রপালশন মেকানিজমের পাশাপাশি পাওয়ার ও কমিউনিকেশন ইলেকট্রনিক্স রয়েছে। ইইএলএস এক ধরনের ঘূর্ণায়মান প্রপালশন ইউনিট ব্যবহার করে, যা ট্র্যাক, গ্রিপিং মেকানিজম ও প্রোপেলার ইউনিট হিসাবে কাজ করে জলের নীচে।

রোবটটি একটি প্লাম ভেন্ট এক্সিট অ্যাক্সেস করতে এবং সমুদ্রের উৎস অনুসরণ করতে সক্ষম করে। নাসা এখনো এই ইইএলএস লঞ্চের তারিখ নির্ধারণ করেনি। যার অর্থ এই মিশন এখনো বেশ দূরে। ১৬ ফুট লম্বা রোবটটির উৎক্ষেপণ সফল হলে, এটি মহাকাশীয় বস্তুগুলির গভীরতর অনুসন্ধানের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

ইউরেনাসের চারটি চাঁদে মহাসাগর বইছে!

চাঞ্চল্যকর তথ্য নাসার নয়া গবেষণায়

নিজস্ব প্রতিনিধি: পৃথিবী বাইরে কি কোনো গ্রহে বা উপগ্রহে জীবন রয়েছে? ভিনগ্রহী জীবনের খোঁজে গবেষণায় প্রাথমিকভাবে খোঁজা হয় জলের। সেই তরল জলের প্রবাহের সন্ধান মিলেছে ইউরেনাসের চারটি চাঁদে। নাসার গবেষণা অনুযায়ী মহাসাগর বইছে ইউরেনাসের চারটি বৃহত্তম চাঁদে।

নাসার গবেষণায় জানা গিয়েছে, জমা বরফের তলায় বইছে তরল জলের মহাসাগর। ফলে সেই খোঁজা আরও তথ্য জানার চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানীরা। নাসা সম্প্রতি টুইট করে জানিয়েছে, ইউরেনাসের বৃহত্তম চাঁদের মধ্যে চারটিতে মহাসাগর থাকতে পারে। চার উপগ্রহের পৃষ্ঠের উপরিভাগে রয়েছে মহাসাগরের অস্তিত্ব। সম্প্রতি একটি নতুন সমীক্ষায় জানা গিয়েছে, চারটি বৃহত্তম ইউরেনীয় চাঁদ- টাইটানিয়া, ওবেরন, আম্ব্রিয়েল এবং এরিয়েলের উপরিভাগের মহাসাগর বইছে। ভয়েজার মহাকাশযান এবং নতুন কম্পিউটার মডেলিংয়ের তথ্যের পুনঃবিশ্লেষণের ভিত্তিতে নাসার বিজ্ঞানীরা এই উপসংহারে পৌঁছেছেন।

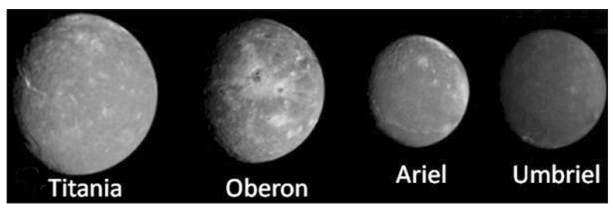

বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণায় জানতে পেরেছেন, ইউরেনাসের চারটি বৃহত্তম চাঁদের কোর এবং তাদের বরফের ভূত্বকের মধ্যে একটি সমুদ্রের স্তর রয়েছে। জিওফিজিক্যাল রিসার্চ জার্নালে প্রকাশিত গবেষণায় পাঁচটি বৃহৎ ইউরেনাস চাঁদ— এরিয়েল, আম্ব্রিয়েল, টাইটানিয়া, ওবেরন এবং মিরান্ডার গঠন-কাঠামোর বিবর্তনের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, তার মধ্যে চারটি চাঁদ সমুদ্রকে ধরে রাখতে পারে। তা কয়েক ডজন কিলোমিটার গভীর হতে পারে। ইউরেনাসের রয়েছে মোট ২৭টি চাঁদ। এই ২৭টি চাঁদ ইউরেনাসকে প্রদক্ষিণ করে। দীর্ঘ গবেষণায় বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন, ইউরেনাসের বৃহত্তম চাঁদ, টাইটানিয়াক অভ্যন্তরীণ তাপ ধরে রাখার ক্ষমতা রয়েছে।

তেজস্ক্রিয় ক্ষয় থেকে অভ্যন্তরীণ তাপের এই ধারণ ক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ থেকে জানা যায় ইউরেনাস তাপের একটি ক্ষুদ্র উৎস। গ্রহ বিজ্ঞানীরা পূর্বে বামন গ্রহ সেরেস, প্লুটো এবং শনির চাঁদ মিমাস-সহ বেশ কয়েকটি অসম্ভাব্য জায়গায় মহাসাগরের প্রমাণ খুঁজে পেয়েছেন। জলে সমৃদ্ধ গ্রহ বা উপগ্রহগুলির মধ্যে সীমিত অভ্যন্তরীণ তাপ রয়েছে। তার ফলে বরফের নীচে মহাসাগর থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। নাসার মতে, অভ্যন্তরীণ তাপই একমাত্র কারণ নয়, যার ফলে চাঁদের উপরিভাগের সমুদ্র বিরাজ করতে পারে। গবেষণাটি চারটি বৃহত্তম ইউরেনীয় চাঁদের মহাসাগরে ক্লোরাইড এবং অ্যামোনিয়ার প্রাচুর্য থকাতে পারে বলেও মনে করে। অ্যামোনিয়া অ্যান্টিফ্রিজ হিসাবে কাজ করে। জলে উপস্থিত লবণও অ্যান্টিফ্রিজ হিসেবে কাজ করতে পারে।

এর আগে মঙ্গল ও চাঁদ নিয়ে নানা গবেষণা হয়েছে। বৃহস্পতি, শনি ও নেপচুন ও তাদের উপগ্রহ নিয়েও নানা গবেষণা রিপোর্ট সামনে এসেছে। সেখানে বরফের সমুদ্র মিলেছে। কিন্তু তরল জলের সমুদ্র এখনও দুষ্প্রাপ্য। সৌর জগতের গ্রহ ব্যবস্থায় এমনটা কোথাও রয়েছে কি না তা জানতে নাসা নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বিরাট নয়, প্রথম ১০০ ওয়ান ডে ম্যাচে রানের নিরিখে বাবরই সেরা

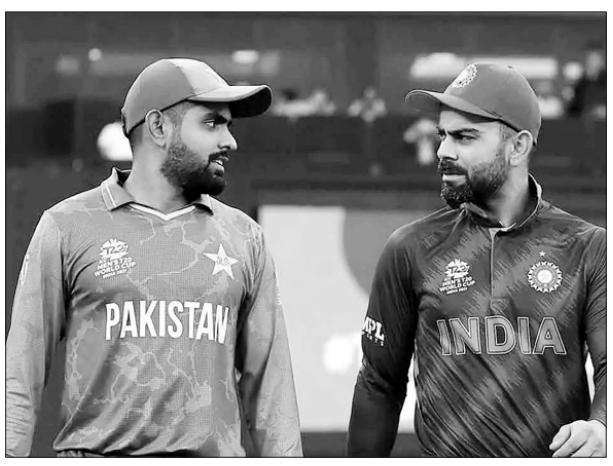

নিজস্ব প্রতিনিধি: কথায় কথায় তুলনা টানা হয় দুই প্রতিবেশী দেশের দুই সুপারস্টারের মধ্যে। বিরাট কোহলি নাকি বাবর আজম, শ্রেষ্ঠত্বের এককে ক্রমাগত মাপা হয় বর্তমান সময়ের অন্যতম চর্চিত দুই ক্রিকেটারকে। যদিও এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ভারত ও পাকিস্তান, দু'দেশের দুই তারকা ক্রিকেটারই বিরল প্রতিভার অধিকারী।

কোহলি দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় তথা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। বাবর আজম তুলনায় নতুন। কোহলি যেখানে ইতিমধ্যেই ১০০-র বেশি টেস্ট খেলেছেন, বাবর সেখানে দেশের হয়ে কোহলির অর্ধেক টেস্টেও মাঠে নামেননি। বিরাট এখনও পর্যন্ত ২৭৪টি ওয়ান ডে খেলেছেন টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে। বাবর সবে মাত্র ১০০ ওয়ান ডে-র গণ্ডি ছুঁলেন। যদিও আন্তর্জাতিক টি-২০ ম্যাচ খেলার নিরিখে দুই ক্রিকেটারকে পাশাপাশি রাখা যায়।

এই অবস্থায় কেরিয়ারের প্রথম ১০০ ওয়ান ডে ম্যাচে ব্যক্তিগত পারফর্ম্যান্সের নিরিখে যদি বিরাট কোহলি ও বাবর আজমকে তুলনা করা হয়, তবে কোহলির থেকে বিস্তর এগিয়ে দেখাবে বাবরকে। যদিও সার্বিকভাবে বিরাটের ওয়ান ডে কেরিয়ারের সামনে পাক দলনায়ককে নিতান্ত চুনোপুঁটি মনে হবে।

রবিবার পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড সিরিজের পঞ্চম তথা শেষ ওয়ান ডে ম্যাচটি ছিল বাবর আজমের ১০০তম একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ। এমন মাইলস্টোন ম্যাচে বাবর মাত্র ১ রানে আউট হন। তাঁর দলও ম্যাচ হেরে মাঠ ছাড়ে। সুতরাং, বাবর আজমের শততম ওয়ান ডে ম্যাচ মনে রাখার মতো হয়নি মোটেও। তবে চলতি সিরিজেই বাবর ওয়ান ডে ক্রিকেটের ইতিহাসে একাধিক নজির গড়েছেন, যার মধ্যে অন্যতম হল সব থেকে কম ইনিংসে ৫০০০ রানের গণ্ডি টপকানোর বিশ্বরেকর্ড। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, কেরিয়ারের প্রথম ১০০টি ওয়ান ডে ম্যাচের পরে বাবর আজমই বিশ্বের বাকি সব ক্রিকেটারের থেকে বেশি রান সংগ্রহ করেছেন। অর্থাৎ, বাবর কেরিয়ারের প্রথম ১০০টি ওয়ান ডে খেলে যত রান করেছেন, বাকিরা কেউই নিজেদের ওয়ান ডে কেরিয়ারের প্রথম ১০০ ম্যাচে তত রান সংগ্রহ করতে পারেননি।

এই নিরিখে বাবর বিশ্বরেকর্ড গড়েন হাসিম আমলাকে টপকে। এতদিন কেরিয়ারের প্রথম ১০০ ওয়ান ডে ম্যাচে সব থেকে বেশি রানের রেকর্ড ছিল প্রাক্তন প্রোটিয়া তারকার নামে। বিরাট কোহলি এই নিরিখে বিস্তর পিছিয়ে রয়েছেন।

বার্সা টাকা ছাড়া সবই দেবে, সৌদি শুধু টাকা!

ধন্দে লিওনেল মেসি

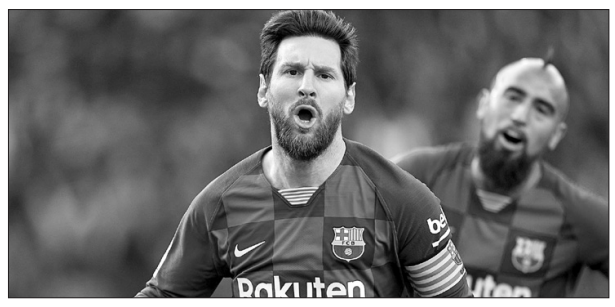

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০২১ সালের ১০ আগস্ট লিওনেল মেসি যখন পিএসজিতে যোগ দিতে এলেন, প্যারিসজুড়ে তখন সাজো সাজো রব। সবার মুখে হর্ষধ্বনি। মেসির আগমনে প্যারিসের প্রতীক আইফেল টাওয়ারও সাজানো হয়েছিল বর্ণিল রূপে। তখন মনে হচ্ছিল, বার্সেলোনার সঙ্গে ২১ বছরের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার দুঃখ ভুলে প্যারিসকে খুব সহজেই আপন করে নেবেন মেসি। কিন্তু দুই বছর না পেরোতেই পুরো উল্টো চিত্র।

পিএসজি প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়। নেইমার, কিলিয়ান এমবাপ্পের পর মেসিকে সে উদ্দেশ্যেই নিয়ে এসেছিল কাতারি আমিরের মালিকানাধীন ক্লাবটি। তবে এবারও চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলো থেকেই বিদায় নেওয়ায় পিএসজিতে হতাশার কালো মেঘ। সৌদি আরব সফরের পর আর তাঁকে প্যারিসেই দেখতে চাইছে না। পিএসজি কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়ে সৌদি সফরে যাওয়ায় দুই সপ্তাহের নিষেধাজ্ঞা কাটাচ্ছেন মেসি। এ ঘটনায় পরশু রাতে এক ভিডিও বার্তায় ক্ষমাও চেয়েছেন। নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ শেষ হলে পিএসজির জার্সিতে আবার দেখা যাবে তাঁকে। তবে জুনে চুক্তির মেয়াদ ফুরোলে তিনি যে আর প্যারিসে থাকছেন না, এটা প্রায় নিশ্চিত।

আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়কের পরবর্তী গন্তব্য হিসেবে দুটি ক্লাবের নাম শোনা যাচ্ছে— বার্সেলোনা ও আল হিলাল। প্রাক্তন ক্লাব বার্সায় এক মরশুম খেলে প্রতিদ্বন্দ্বী ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর মতো সৌদি ফুটবলে নাম লেখাবেন, এমন খবরও বেরিয়েছে। সেটা হলে ভালো। চুক্তির মেয়াদ ফুরোনোর এক মাস আগেই পিএসজি ছাড়তে চান মেসি। প্যারিসে আর মন নেই তাঁর। আগামী বছর আর্জেন্টিনার হয়ে কোপা আমেরিকায় খেলা যাতে সহজ হয়, তাই আপাতত ইউরোপেই থাকতে চাইছেন মেসি। তবে তাঁকে ফেরানো বার্সার পক্ষে খুব একটা সহজ হবে না।

লা লিগার বেতনসীমা সংক্রান্ত নীতি অনুযায়ী, বার্সাকে আগামী মরশুমে নতুন খেলোয়াড় নিবন্ধন করাতে হলে হয় ২৫ কোটি ইউরো (প্রায় ৩০০০ কোটি টাকা) পারিশ্রমিক বিল কমাতে হবে অথবা সমপরিমাণ অর্থ নিজেদের রাজস্বে জমা করতে হবে। সেটিতেও ব্যর্থ হলে বিকল্প একটা পথ খোলা আছে।

অনুমোদিত স্কোয়াডের বাইরে খেলোয়াড় নিতে চাইলে লা লিগার বেতনসীমা,সংক্রান্ত নীতির '৪০ শতাংশ খরচের নিয়মের' আওতায় পড়বে তারা। এই নিয়ম হ'ল আগে কর্তৃপক্ষকে ১১ কোটি ২৭ লাখ ইউরো আয় দেখাতে হবে। সেখান থেকে ৪০ শতাংশ বা ৪ কোটি ৫০ লাখ ইউরো খরচ করতে হবে।

স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়ন হলে মার্কিন মুলুকে তাদের চাহিদা আরও বাড়বে। সে ক্ষেত্রে দলটি আরও বেশি অর্থ দাবি করতে পারবে। পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠানগুলোও তাদের দিকে ঝুঁকবে। তবে বার্সার এই আর্থিক ধাঁধা মেলাতে সভাপতি হোয়ান লাপোর্তাকে ভূমিকা নিতে হবে। এত দিন এই বিষয় দেখভাল করতেন ক্লাবের ক্রীড়া পরিচালক মাতিউ আলেমানি।

তবে বার্সা ছেড়ে এ সপ্তাহেই অ্যাস্টন ভিলায় যাচ্ছেন আলেমানি। এত নিয়মের গ্যাঁড়াকল টপকে বার্সা মেসিকে আনতে পারলেও আগের মতো বেতন দিতে পারবে না। ইউরোপীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, বার্সায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে মেসির বেতন হবে আগের চার ভাগের এক ভাগ।

তবে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ছাড়া মেসিকে সব ধরনের সুযোগ,সুবিধা দেবে কাতালান ক্লাবটি। বার্সায় নাম লেখালে মেসিও থাকতে পারবেন ইউরোপের ফুটবলে, খেলতে পারবেন ক্লাবের মালিকানার অংশ দিয়ে নিতে চায় ডেভিড বেকহামের ইন্টার মায়ামি। মার্কিন মুলুকে একটি বাড়িও কিনে রেখেছেন ৩৫ বছর বয়সী তারকা। বার্সা ছেড়ে সৌদিতে গেলে মেসি শুধু টাকাই পাবেন, অন্য কিছু নয়। একদিকে নিজের সাবেক ক্লাব বার্সার টান, অন্যদিকে রোনাল্ডোর চেয়ে বেশি আয়ের হাতছানি, মেসি কোন দিকে যাবেন, উত্তরটা আপাতত সময়ের হাতেই তুলে রাখতে হচ্ছে।

জুনে এশিয়ায় দুটি ম্যাচ খেলবেন মেসিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: জুন মাসে আর্জেন্টিনা জাতীয় ফুটবল দলকে বাংলাদেশে আনার চেষ্টা চালিয়েছিল বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন। কিন্তু মাঠ সংকটের কারণে আর্জেন্টাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনকে 'না' করে দিয়েছে। তবে জুনে এশিয়া সফরে আসছে বিশ্বকাপজয়ীরা। এশিয়া সফরে লিওনেল মেসিদের একটি ম্যাচের প্রতিপক্ষ নিশ্চিত হলেও অন্যটি এখনো হয়নি। আগামী ১৯ জুন ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে খেলবে আর্জেন্টিনা। তবে এর চার দিন আগে ১৫ জুন আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ কোন দেশ, সেটিই নিশ্চিত হয়নি। ১৫ জুন আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়াও হতে পারে, চিনও হতে পারে। চিনের হওয়ারই বেশি সম্ভাবনা। চিনা ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গে আলোচনা সফল না হলে আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ হবে অস্ট্রেলিয়া। দুটি ম্যাচই হচ্ছে ফিফা উইন্ডোতে।

ট্যাক্সি চালাতেন বাবা, বিশ্বটেস্ট ফাইনালে স্ট্যান্ডবাই বাংলার মুকেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগামী জুন মাসে ইংল্যান্ডের ওভালে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে মুখোমুখি হবে ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া। ইতিমধ্যেই এই টুর্নামেন্টের জন্য দল ঘোষণা করে ফেলেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। আইপিএল শেষ হলেই ইংল্যান্ড উড়ে যাবেন ক্রিকেটাররা। কিন্তু এই আইপিএল চলাকালীন চোট পেয়ে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল থেকে ছিটকে গিয়েছেন লোকেশ রাহুল। এই ভারতীয় ক্রিকেটারের পরিবর্তে কে সুযোগ পাবেন, তা নিয়ে জল্পনা চলছিল।

অনেক ক্রিকেটারের নাম ভেসে আসতে থাকে। অনেকেই আশা করেছিলেন ফের ভারতীয় দলে ফিরতে পারেন ঋদ্ধিমান সাহা। এবারের আইপিএলে বেশ ছন্দেই রয়েছেন এই ক্রিকেটার। কিন্তু তাঁর জায়গা আর হল না। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে জায়গা করে নিলেন ঈশান কিষান। এমনটাই জানানো হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফ থেকে।

শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে স্ট্যান্ডবাই ক্রিকেটারদের নামও ঘোষণা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। স্ট্যান্ডবাই ক্রিকেটারের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন বাংলার পেসার মুকেশ কুমার। এই মুহূর্তে দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে খেলছেন তিনি। এবার আইপিএলের মাঝেই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের মতো মঞ্চে স্ট্যান্ডবাই ক্রিকেটার হিসাবে নিজের জায়গা করে নিলেন বাংলা দলের এই পেসার।

শুধু মুকেশ কুমার একাই নন, সেই সঙ্গে এই তালিকায় জায়গা পেয়েছেন রুতুরাজ গায়েকোয়াড এবং সূর্যকুমার যাদব। এই মুহূর্তে রুতুরাজ আইপিএলে দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন। তাই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের জন্য তাঁকেও প্রস্তুত রাখল বিসিসিআই। অন্যদিকে সূর্যকুমার যাদবও গত বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে ভারতীয় দলের জার্সিতে টেস্ট দলে অভিষেক হয়। যদিও তাঁকে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের মূল দলে না দেখতে পেয়ে অনেকেই অনেক মন্তব্য করেন। যদিও এই মুম্বইয়ের ব্যাটারকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়ে রাখল বিসিসিআই।

সূর্যকুমার ভারতীয় দলের হয়ে টেস্ট খেললেও মুকেশ কুমার জাতীয় দলের হয়ে টেস্টে অভিষেক ঘটাননি। কিন্তু ভারতীয় এ দলে হয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছেন। বিশেষ করে গত বছর বাংলাদেশ এ দলের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজেও ভালো পারফরম্যান্স করেন তিনি। পাশাপাশি এই মুহূর্তে বাংলার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার তিনি।

ঋদ্ধির সঙ্গে অবিচার!

টেস্ট ফাইনালে ডাক ঈশানকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: ঋদ্ধিমান সাহার সঙ্গে কি অবিচার হল? কে এল রাহুলের পরিবর্তে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের দলে ঋদ্ধিকে না নিয়ে কি বড়ো ভুল করল? ঈশান কিষানকে দলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত কি ঠিক ছিল? সোমবার বিকেল থেকেই সেই আলোচনা চলছে। সেই পরিস্থিতিতে গতবার রঞ্জি ট্রফিতে ঋদ্ধি এবং ঈশানের মধ্যে কে ভালো পারফরম্যান্স করেছিলেন, কার অবদান বেশি ছিল?

রঞ্জি ট্রফিতে ঋদ্ধিমান সাহার পারফরম্যান্স কেমন ছিল?

২০২২-২৩ সালের রঞ্জি ট্রফিতে সব ম্যাচেই খেলেছিলেন ত্রিপুরার অধিনায়ক ঋদ্ধিমান। কিন্তু সব ম্যাচে ব্যাট করার সুযোগ পাননি। একাধিক ম্যাচে দু'দলের একটি করে ইনিংসও হয়নি। ফলে ব্যাট করতে নামতে পারেননি। তাতে মোট ৩১৩ রান করেছিলেন। একটি শতরানও হাঁকিয়েছিলেন। তবে ঋদ্ধির ক্ষেত্রে সবথেকে বড় সমস্যা ছিল যে তাঁর দল বেশ দুর্বল ছিল। ফলে অধিকাংশ সময় মাঠে নেমে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে লড়াই করতে হয়েছে।

রঞ্জি ট্রফিতে ঈশান কিষানের পারফরম্যান্স কেমন ছিল!

২০২২-২৩ সালের রঞ্জি ট্রফিতে মাত্র দুটি ম্যাচে খেলেছিলেন ইশান। সেখানে ঝাড়খণ্ড মোট আটটি ম্যাচ খেলেছিল। যে দুটি ম্যাচে খেলেছিলেন বাঁ-হাতি ব্যাটার, তাতে একটি শতরানও করেছিলেন। তবে বাকি তিনটি ইনিংসে ফ্লপ হয়েছিলেন। মোট ১৮০ রান করেছিলেন।

Printed and Published by Syed Ruhul Amin on Behalf of 'The Voice of Wadi', Pratappur Darbar Sharif, Panskura, Purba Medinipur, Pin-721151,
Editor : Syed Ruhul Amin, Ph.:+91 3228 252234, Telefax: +91 3224 254278. Email: thevoiceofwadi@gmail.com
Vol: 8 Issue:25, DL No.76, RNI No.WBBEN/2014/56111